কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

"জীবনে মরণে" নাটিকা বাণীর বরপুত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" নামক গল্প অবলম্বনে লিখিত উদারহৃদয় রবি বাবু আমাকে উক্ত নাটিকা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ।

সোদর প্রতিম শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম স্নেহাস্পদেষু—

ভাই ভূপেন,

সংসার রঙ্গভূমে সুখে দুঃখে, তুমি আমার সমব্যথী এবং চিরসাথী, তোমার সহিত আমার জীবন মরণের সম্বন্ধ। সেই পবিত্র সম্বন্ধ, জীবনে-মরণে-স্মৃতি চির-জাগরুক রাখিবার জন্য আমার রচিত প্রেমের একখানি মধুময় ছবি "জীবনে মরণে" সাদরে সস্নেহে পূর্ণ ভালবাসায় তোমার করকমলে অর্পণ করিলাম, আশা তুমি জ্যেষ্ঠের এ উপহার আদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

অমরেন্দ্র নাথ

জীবনে মরণে।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিলাস কানন

শাহজেনান ও নর্ত্তকীগণ

(গীত)

ছোড়ব নূতন তান, গায়ব নূতন গান,
নূতনে নূতন আজু মিলায়বলো।
নূতন পরাণ লিয়ে মজ্‌গুল্ হোয়ে,
নূতন ইয়ার্‌কো মজায়বলো॥
নূতন চাঁদিনী রাতমে, নূতন পিয়ারো সাথমে;
সরাব ঢালব ভরপুর পিয়ায়ব,
নূতন প্রেমকি খেলা খেলব লো॥

শাহ। সুন্দর। অতি সুন্দর যথার্থই তোমাদের কণ্ঠস্বর ব. মনোমুগ্ধকর কিন্তু কই—আমার প্রাণেতো তৃপ্তি এলো ন আমিত তেমন আনন্দ লাভ বল্লুম ন, কেন বল দি বিবি?

প্র—নর্ত্তকী জাঁহাপনা, আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে, আমরা নৃত্যগীতে আপনাকে আমোদ দিতে পারবো?

শাহ কেন পারবে না? নৃত্যগীতে যদি লোককে আনন্দ দেওয়া না যায়—তবে পৃথিবীতে এমন কি জিনিস আছে যাতে প্রাণ মেতে উঠতে পারে? ভাল, তোমাদের একটা কথ বলি; এই যে তোমরা নৃত্যগীতে আমাকে আনন্দ দান ক.র্ত্তে সক্ষম হ'লে না—এর কারণ কি জান? আমার বোধ হয় তোমরা নিজের প্রাণের আনন্দের সঙ্গে নৃত্যগীত কর্চ্ছ ন' তোমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে—বেতনভোগী বলে বাধ্য হয়ে নিজেদের সম্পুর্ণ অনিচ্ছা স্বত্বেও দেশের সম্রাটের মন স্তুষ্টির জন্য হুকুমে হাজির হয়ে আমাকে আমোদ দিতে এসেছ—কিন্তু তোমরা ত আমোদ ক'রতে আসনি!.

দ্বি—নর্ত্ত সে কি জনাব?

শাহ মিথ্যা কথা বোলোনা তোমাদের ভিতর হয়ত কারুর শরীর অসুস্থ—হয়তে কারুর মেজাজ আচ্ছা নয়—হয়তো কারুর প্রাণে একটা কোন রকম চিন্তা আছে হয়তো কেউ নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের বিরহে ব্যাকুল! কিন্তু সে সব ল অন্তরে রুদ্ধ রেখে মুখের হাসি হেসে নবাবের মং রক্ষা ক রবার জন্য বিলাস কাননে এসে আমোদে যোগদা। করেছ, কেমন, এই না? সত্য কথ বল! ভাবছ— সত্য ব,

ব'য়ে আমি কষ্ট হব? আমার দোহাই আমি তা হলে বড় সুখী হব তোমাদের অনিচ্ছাপ্রবাহিত কলকণ্ঠের ঐ সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি অপেক্ষা তোমাদের বোমার প্রাণের নির্ভিকতা ও সরলতা আমাকে অনেক স্ফূর্ত্তি দেবে

—নর্ত্ত জনাব আপনি দেশের মালেক—আমাদের অন্নদাতা ভয়ত্রাতা চিরপূজ্য যখন অভয় দিলেন, তখন মিথ্যা কথা কেন বলবো জাঁহাপনা? হুকুমে মানুষ হাজির হয় বটে—কিন্তু আমোদ কারুর হুকুম মানেন আমরা দীন দুঃখী; দিন গুজরানের জন্য নৃত্যগীত শিক্ষা করেছি—নিজেরা আনন্দ ক'রবো বলেত' নয় হুজুর!

হ। ভাল—তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ, তোমাদের যখন নিজেদের আনন্দ ক'র্ত্তে ইচ্ছা হবে, তোমরা আপনার মনে আনন্দ কর্ব্বে। আমার সে আনন্দে যোগদান কর্ব্বার ইচ্ছা হয়, আমি নিজে এসে যোগদান কর্ব্বো আর আমি তোমাদের হুকুম করে আনন্দ ক'র্ত্তে বলবো না তোমরা স্থানান্তরে যেতে পার

(খোজার প্রবেশ)

জা। জাঁহাপনা উজীর সাহেব একটা জরুরি কাজের জন্য একবার হুজুরে হাজির হতে চায়

হ অসময়ে উজীর? ভাল—তাকে আসতে বল

জা। জো হুকুম

[খোজার প্রস্থান।

-নর্ত্তকী। জাঁহাপনা। আমরা কি এখন অন্তবালে যাব?

শাহ। তোমাদের ত বলে দিয়েছি—তোমরা আপন ইচ্ছামত কার্য্য কর্ব্বে

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। বন্দেগী জনাব, অধীনের বেয়াদবি মাফ হয়, বিশ্রামের সময় ব্যাঘাত দিলেম।

শাহ। কি চাও উজীর ?

উজীর। জনাব! একজন ফকির মবাবদর্শন কামনা করে। জাঁহাপনার আদেশ আছে—যখন কোন সাধু ফকির বা মোল্লা হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসবে, তখন যে অবস্থায় যখন যেখানে হোক, আপনার নিকট তাঁকে আসতে দেওয়া হবে, তাই হুজুরকে সংবাদ দিতে আমি আপনি এসেছি।

শাহ। উত্তম করেছ উজীর! তবে আর আমাকে সংবাদ দেবার আবশ্যক কি ছিল ? একেবারে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হ'ত।

উজীর। চিন্তা কি জনাব ? আমি এই দণ্ডেই তাঁকে বহু সম্মানের সহিত হুজুরে এনে উপস্থিত ক'রছি

[উজীরের প্রস্থান

শাহ। আশ্চর্য্য মনের গঠন! সাম্রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, অতুল সম্পদে সুখ পাওয়া যায়না! এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়েও আমি শান্তিহারা, তবে কি দীন দরিদ্র কুটীরবাসী—তারাই এ সংসারে যথার্থ সুখী ? তারাই যদি সুখী—তবে তাদের দুঃখী বলে কেন ? দুনিয়ায় অভাবই দুঃখ—অভাব পূর্ণ হয়না বলেই মহাদুঃখ। কিন্তু আমার তো কোন অভাব নেই,

তবে আমার দুঃখ কিসের ? তবে কি আমার কোন দুঃখ নেই—এই দুঃখই আমার মহাদুঃখ ?

(ফকিরবেশী রহমৎ আলি ও উজীরের প্রবেশ ।)

রহমৎ । বন্দেগী সাহাজাদা খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

শাহ বন্দেগী ফকির সাহেব কি উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করুন

রহ। জাঁহাপনার যদি মর্জ্জি হয় তো—একটু নির্জ্জনে সাক্ষাৎ কর্ব্বার বাসনা করি

শাহ। উজীর! তুমি যেতে পারো।

উজীর জো হুকুম জনাব

[উজীরের প্রস্থান।

রহ জাঁহাপনা এ দাসকে আপনি সম্মান ক'র্বেন না — আমি যথার্থ ফকির নই ফকিরবেশধারী মাত্র

শাহ তা হোক– আপনি যখন ফকিরের বেশ ধারণ করেছেন, আমি যখন তাপস কে বাহ্যিক আবরণে সাধুর আকারে দেখছি তখন আপনি আমার সম্মানের যোগ্য।

রহ জাঁহাপনা আমার পরিচয় প্রদান ক'র্লে আপনি হয়তো আমার কোতলের হুকুম দেবেন

শাহ সেকি ? কেন ?

রহ আমি জাঁহাপনার শত্রুর অনুচর—

শাহ আমাকে সন্দেহে রাখবেন না, শীঘ্র আপনার পরিচয় দিয়ে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে, আপনি আমার অতি বড় শত্রু হ'লেও আমি আপনার তিলমাত্র অনিষ্ট কর্ব্বো না

রহ জাঁহাপনা! আমি আপনার পিতৃশত্রু শা সুজার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎ আলি

শাহ শা সুজা?

রহ হাঁ জনাব—শা সুজা আপনার স্মরণ হবেনা—সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা আপনি তখন অতি শিশুমাত্র

শাহ হঁ শুনেছি আমার পিতা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

রহ শুধু পরাজিত নয়, বধও করেছিলেন অনুমতি করেন ত সমস্ত ঘটনা আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করি

শাহ কোনও বাধা নাই, তুমি অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর আমি তোমাকে অভয় দিয়েছি, তুমি কোনও বিপদের আশঙ্কা কোরোনা।

রহ সম্রাট, শা সুজার পরিচয় আপনি কবি আপনি অবগত তিনি প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, রাজ্য পরিত্যাগ করে আপনার পিতার নিকট আতিথ্যগ্রহণ করেন সঙ্গে সামান্য দুচারজন অনুচর এবং তিনটী অতি অল্প বয়স্ক সুন্দরী কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিলনা কন্যাত্রয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আপনার পিতার ইচ্ছা হয় যে, আপনার ও আপনার অপর দুই সহোদরের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ দেন কিন্তু বালিকারা অত্যন্ত অল্পবয়স্কা—জ্ঞানশূন্যা এবং সম্রাট শা সুজার মানসিক অবস্থাও তখন অত্যন্ত মন্দ বলে, তিনি আপনার পিতার প্রস্তাবে অসম্মত হন

শাহ। তার পর?

রহ আর বলব কি জনাব। কিন্তু সে যে বড় অপ্রিয় কথা।

শাহ হোক—তুমি বল —সে বালিকা তিনটীর কি হ'ল ?

রহ আপনার পিতা শা-সুজার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, একদিন অনুচরবর্গের দ্বারা ছলক্রমে তাঁকে নৌকাযোগে নদীমধ্যে নিয়ে গিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেন

শাহ ছি ছি

রহ শাহাজাদা। আপনি ব্যথিত হচ্ছেন—থাক্—তবে আর সে কথায়

শাহ না—না—তুমি বল আমার বুকে ব্যথা লাগেন, আমি পাষাণ

রহ শা সুজা কনিষ্ঠ কন্যা আমিনাকে বড় ভালবাসতেন। এই বিপদের সময়ে তিনি তাঁকে স্বয়ং নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেন জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা ক'রে প্রাণ ত্যাগ করেন, আর আমি মধ্যমা কন্যা জুলিয়াকে তখনও জীবিতা দেখে মমতায় ব্যাকুল হয়ে তাঁকে কোলে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লেম কোন উপায়ে সাঁতার দিয়ে তাঁকে পরপারে নিয়ে গিয়ে পৌছলেম—কিন্তু তীরে পৌছেই আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হল

শাহ। সে কন্যাটী ?

রহ জীবিত অবস্থায় তাকে জল থেকে তুলেছিলেম—কিন্তু আমার সংজ্ঞা ছিল না, সুতরাং বল্‌তে পাচ্ছিন তারপর তার কি হল তবে এই পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হচ্ছে কে যেন এসে আমার কাছে থেকে যত্ন করে তাঁকে তুলে নিয়ে চলে গেল

শাহ জ্ঞান হয়ে তুমি কি কল্লে ?

রহ সেই অবধি এই বেশে আমি তাঁদের অনুসন্ধানে দুনিয়া ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথাও সন্ধান পাচ্ছিনা লোক পরম্পরায় শুনলেম কন্যা দুটীই জীবিতা আছেন, আর তাঁরা নাকি এই আরাকান রাজ্যে কোথায় গোপনে অবস্থান কচ্ছেন

শাহ তাহলে এখন তুমি কি চাও ?

রহ জাঁহাপনা, সর্ব্বত্র আপনার মহানুভবতা, সহৃদয়তা এবং বদান্যতার যশোগান শুনে আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে এলেম যদি আদেশ হয় আমি আপনার ভৃত্য স্বরূপ এখানে নিযুক্ত হয়ে সেই অভাগিনী কন্যাদ্বয়ের অনুসন্ধান করি

শাহ আমি খুব আনন্দের সহিত তোমায় রাজসংসারে আশ্রয় দান কচ্ছি ; তুমি তাঁদের অনুসন্ধান কর তুমিও অনুসন্ধান কর—আমিও অনুসন্ধান করি। দেখি কে কতদূর কৃতকার্য্য হয়

রহ যথা আজ্ঞা

শাহ তবে একটা কথা—তুমি রাজসংসারে কারও নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কোরোনা, অথবা এই ইতিহাস বিবৃত কোরোনা, এইমাত্র আমার অনুরোধ

রহ জো হুকুম জাঁহাপনা.

শাহ কৈ হ্যায়—

(খোজার প্রবেশ)

শাহ। এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও—

[খোজা ও রহমৎ আলির প্রস্থান

শাহ। শরণাগতকে হত্যা? উৎপীড়িত, আশ্রয়চ্যুত, ভয়ার্ত্তকে স্থান দান করে তাঁর প্রতি এইরূপ অত্যাচার? পিতা! পিতা! এ দুর্ম্মতি আপনাকে কে দিয়েছিল? এমন মহা পাতক ক'র্ত্তে আপনার হৃদয় অনুমাত্র বিচলিত হয়নি? না না, পিতৃনিন্দা ক'র্ব্ব না—আমি আমার কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দেব না যার নসীবে যা আছে তা দুনিয়ায় খণ্ডন করে কার সাধ্য? পিতা যদি ভ্রমবশে অন্যায় করে থাকেন, সাধ্যমত আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কোর্ব্বো খোদা! আমার পিতাকে মার্জ্জনা করুন।

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের হুঁ—যা ভেবেছি তাই ফাঁক পেয়েই রোগ চাগাড় দিয়েছে! (ঈষৎ চীৎকার পূর্ব্বক) দোস্ত্! এখানে আছ?

শাহ কি খবর তাহের?

তাহের (পূর্ব্ববৎ) জাঁহাপনা এখানে আছেন? নবাব সাহেব—ও নবাব—

শাহ একি! কাকে ডাক্‌ছ!

তাহের (পূর্ব্ববৎ) বন্ধু! বলি কোথায় গেলে ও দোস্ত্—

শাহ। কি ছেলেমানুষি ক'চ্ছ তাহের? মিছিমিছি কেন চেঁচাচ্ছ?

তাহের। তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমাদের নবাব বাহাদুর এখানে আছেন কি?

শাহ। এ আবার কি রহস্য? নবাব বাহাদুর কে?

তাহের উহুঁ—এখনও রোগের ওষুধ ধরেনি (খুব চীৎকার করিয়া) বলি আমাদের আরাকানের সম্রাট শাহজেনান বাহাদুর এখানে আছেন কি?

শাহ তুমি চেঁচাও—আমি চল্লুম—

তাহের (ধরিয়া) ইয়া আল্লা এইবার ধাতে এসেছ। তোমার মনের সঙ্গে আমার দরকার বাইরের ঠাটর না নিয়ে তো কোন ফায়দা হবে না দোস্ত্ এসেই দেখলুম, সব লোকজন, মাতামদ্দ, আমোদ আহ্লাদ ভাসিয়ে দিয়ে মনটাকে কোথায় উড়িয়ে ধড়টাকে সাজিয়ে রেখেছ, কাজেই চেঁচিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম

শাহ কি হয়েছে কি?

তাহের সে তুমিই জান। কি হয়েছে তোমার—যদি আমি জানতেই পার্ব্ব তাহলে হকিমি কোরে একটা নির্ঘাত দাও-য়াই ঝেড়ে রোগটাকে কাবু করে ফেলতুম. রোগের মধ্যে কেবল "প্রাণে ফুর্ত্তি নেই"—এই এক বুলি—

শাহ কি কর্ব্ব তাই বল—ফুর্ত্তি ন হলে আমি কি কর্ব্ব?

তাহের কর্ব্বে আর কি—আমার গালে দুটো থাপ্পোর ঝাড় আমি তোমাকে সত্যিই পেরে উঠলুম না বন্ধু আমি কোথায় চেষ্টাচরিত কচ্ছি—কিসে দুটো মজা কোর্ব্বো, তোমাকে একটু আমোদ দোবো—একটু অন্যমনস্ক কোর্ব্বো, আর তুমি সে দিকে আমলই দিচ্ছ না নেই নেই বল্লে সাপেরও বিষ থাকে না জান?

শাহ। বেশ ত—তোমার ত কোন কাজে আমি তোমাকে বাধা দিই না তুমি যদি আমাকে আনন্দ দিতে পার—আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো শোন তাহের। আর আমরা বালক নই, সংসারের সঙ্গে ছেলে-খেলা করবার সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। যদি আমার দুঃখে দুঃখী হও,

যদি আমায় সুখী কর্ত্তে চাও—আমার মনের ব্যথা দূর করবার যথার্থ উপায় উদ্ভাবন কর

তাহের বেশ—বহুৎ আচ্ছা—এইত চাই. বাঁদিগুলো কোথায় গেল? তারা একঘেয়ে হয়ে গেছে? আচ্ছা তা যাক্—একটু রকম ফের দেখ দেখি

শাহ কি রকম?

তাহের দেখ না (নেপথ্যাভিমুখে) এস—এদিকে সব চলে এস

(নিগ্রোগণের প্রবেশ এবং বাদ্য ও বংশী বাজাইয়া নানা রঙ্গে নৃত্য ও প্রস্থান)

শাহ থাক্ থাক্ অনেক হয়েছে—আর না এদের সব এনাম দাও

তাহের বল কেমন লাগলো?

শাহ মন্দ কি—

তাহের আ সর্ব্বনাশ মন্দ কি?

শাহ তা কি বল্বে?

তাহের এই এত দেখে শুনে—এত হেসে হেসে, মজা করে, মজা দেখে শেষে এক ছটাক অভিমত প্রকা। ধরা হোলো কি না "মন্দ কি" না—তুমি [illegible] পার, তুমি [illegible] দিতে পার

শাহ কে হাসলে, কে আমোদ পেলে তাহের? হা অদৃষ্ট!

তাহের না বাব! হার মানলুম, নিজের আস্তানায় চল্লুম ভাই বলে দেন আমায় কি কর্ত্তে হবে? তারপর দে[illegible] [illegible] ডিগবাজী খেয়েই [illegible] কিম্বা কবরে শুয়েই হোক [illegible]

শাহ তুমি শা সুজার কথা কিছু জান?

তাহের। কতক কতক জানি। শুনেছি—তোমার পিতার তিনি পরম শত্রু ছিলেন। কিন্তু তিনি নিপাত হয়েছেন—তার জন্য চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

শাহ কারণ যথেষ্ট আছে শুনলেম তিনি আমার পিতার শরণাগত হয়েছিলেন। কিন্তু অতি তুচ্ছ কারণে পিতা তাঁকে যুদ্ধে অসহায় অবস্থায় নিহত করেন। আরও শুনলে আমার পিতারই অত্যাচারে তাঁর বংশনাশ হয়।

তাহের কি রকম?

শাহ তাঁর সঙ্গে তিনটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ছিল; আমার পিতা সেই কন্যা তিনটীকে আমাদের তিন সহোদরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য বলেছিলেন শা-সুজা অসম্মত হওয়ায় পিতা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সবংশে তাঁকে বধ কর্ব্বার উদ্যোগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করে; শা-সুজা যুদ্ধে হত হন; অপর দুটী কন্যা কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করে।

তাহের তার জন্য আর দুঃখ কি? সে যেমন বেআক্কেলে লোক, তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে মেয়েগুলোর একটা বড় রকম হিল্লে হচ্ছিল,— আহাম্মক তা করতে দিলেনা. সেই সময় আমি থাকলে তাকে ডালকুত্তা দিযে খাওযাতুম।

শাহ। বিদ্রূপ রাখ কাজটা আমার পিতার যে অত্যন্ত অন্যায় হযেছে সে বিষযে আর কোন সন্দেহ নাই

তাহের অবিশ্যি অন্যায় মেয়েগুলোকে আগে আটক করে, তোমাদের তিন ভাইকে বখরা করে দিয়ে, তাদের বাপকে

পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হলেই হোতো. তাহলে আজ তোমাকে এমন ফাঁকা প্রাণ নিয়ে দুনিয়ার ওপর বিষ দৃষ্টি করে বেড়াতে হ'তনা।

শাহ। ... তাহের এখনও রহস্য, একজন শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তির সহিত এরূপ ব্যবহার কি কেউ ... কোত্তে পারে? না—না—সে সব কথায় আর আবশ্যক নাই। পিতৃনিন্দা মহাপাপ; যা হবার হয়েছে; আজ থেকে আমাদের নূতন কর্ত্তব্য আরম্ভ হ'ল। শা সুজার যে দুটী কন্যা জীবিতা আছেন, শুনলুম তাঁরা এই আরাকান রাজ্যেই কোথায় ছদ্মবেশে অবস্থান করছেন। প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছি, যেমন করে পারি তাদের অনুসন্ধান কর্ব্বো।

তাহের। সত্যি যদি তারা আরাকান রাজ্যে গা ঢাকা হয়ে থাকেন, তা হ'লে ... কুটচ নয়নের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারবেন ... ম এখনই রওনা হচ্ছি; একটা হিল্লে লাগাব ... একটা কথা জিজ্ঞেস করি,—আচ্ছা, হঠ ... সময় কোথায় গা ঢাকা হও বল দেখি? সার ... ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার দেখি ... এসে হাজির হও।

শাহ। পরে বলবো। ... কখনও আমি কোন বিষয় গোপন করিনি। ... জানতে পারবে।

তাহের। তা' হলে আ ...

তয়াস কর্ত্তে আ ...

শাহ। আমি ...

শাহ। এই কতক্ষণ হল সেখান থেকে এসেছি—আবার মনে হচ্ছে এখনই যাই। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! নীচ বংশে এরূপ, এত মধুরতা, এত সরলতা কি করে এলো? কেমন করে হ'ল? ইচ্ছা হয় সর্ব্বত্যাগী হয়ে রাজ্য ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য সমস্ত পদদলিত করে, সেই কুটীরে গিয়ে অবস্থান করি। কুক্ষণে সে দিন নদীর ধারে ভ্রমণ কর্ত্তে গিয়েছিলুম, কুক্ষণে সেই মোহিনী ছবি নয়নপথে পতিত হয়েছিল, কুক্ষণে কৌতুহল পরিতৃপ্তির আশায়, তার সঙ্গে ছদ্মবেশে কথা কয়েছিলেম। রাজ রাজেশ্বরের এই পরিণাম? সুখ সম্পদ পদমর্য্যাদায় বেষ্টিত এই অসার দেহ—কিন্তু প্রাণ পড়ে আছে সেই ধীবরের ভগ্ন কুটীরখানির অভ্যন্তরে,—সেই সুন্দর সুখময় স্বর্গোপম শান্তিপূর্ণ স্থানে!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যমধ্যে ধীবরের কুটীরসম্মুখ

ধীবরবালকগণ

(গীত)

ঘুরিয়ে জাল ফেলেছি বেজায় তাগ করে।
চুনো পুঁটী কেউ বাদ পড়েনি একক্ষেপে সব
নিছি ধরে।
পাতলা পুকু কাতলা জলে দিচ্ছিল ন্যাজ নাড়া,
ডাাঙ্গায় তুলে আছড়ে ফেলে করেছি দম্‌ছাড়া।
তাড়া খেয়ে রুই মির্‌গেল্ ক্ষেপের ভিতর
জড়িয়ে মরে॥
ল্যাটা বাটা বড়ই ট্যাঁটা লাফায় জালে পড়ে,
বাগিয়ে ধরেছি মাগুর তবু নড়ে চড়ে,
খয়র বেলে ফাঁক দে গ'লে জলেতে গেছে সরে।

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা কেন, কি অসুখে দিন যাচ্ছে? কেমন নিশ্চিন্তে নিরাপদে নির্জ্জন স্থানে রয়েছি সকাল বেলা পাখিদের ডাকের সঙ্গে জেগে উঠি, আপনার মনের আনন্দে অন্নদাতা পিতার গৃহকর্ম্ম করি কত সুখ, কত শান্তি, কত হাসি, কত খেলা, এই ছোট খাট দরিদ্রের রাজত্বটুকুর ভেতর।

সবাই আমোদ কচ্ছে—কেমন আমোদ কচ্ছে,—কত আমোদ কচ্ছে! এত দিনেও কি তাদের মতন হতে পারিনি? এখনও মনে ভাবছি, আমি রাজার মেয়ে আমার সুখ,ঐশ্বর্য্য, আদর,যত্ন কত বেশী হওয়া উচিৎ ছিল। এখনও সেই পূর্ব্ব-কথা, সেই স্মৃতি স্বপ্নের মতন মনে জাগছে। এ সমস্ত আমার পাপ প্রাণের ছলনা মাত্র মনের সমস্ত ভাবনা ছেড়ে যদি এইটী ঠিক করে নিতে পারি যে, আমি আলনাশা ধীবরের ঔরসজাত কন্যা তিন্নি—মেসরু আমার সহোদর—উন্মাদ দালিয় আমার আজ্ঞাকারী প্রিয় সহচর। আমি এখানে চির স্বাধীন মুক্ত হরিণীর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলের বাইরে থেকে কতসুখে কত আনন্দে রয়েছি—তা হলে ত আর কোন দুঃখ থাকে না। আমি হতভাগ্য শা-সুজার কন্যা—আমি তাঁর বড় আদরের প্রাণসমা দুহিতা আমিনা, আজ বিধাতার চক্রান্তে এমন দুঃখে এত দুর্দ্দশায় পড়ে রয়েছি, এ সমস্ত কথাগুলি যদি প্রাণ থেকে জন্মের মত মুছে ফেলতে পারি, তা' হ'লে আমার চেয়ে সুখী সত্যই ত কেউ নেই। কিন্তু তা তো হয় না, মন ত কথা শোনে না, প্রাণ ত মানা মানে না,স্মৃতি তো লুপ্ত হয় না না হোক্—তবু আমায় সুখে থাকতে হবে। মনে কল্লেই সুখ,মনে কল্লেই দুঃখ আজ দালিয়া এখনও এল না! সেই একবার সকালে এসেছিল, সেই পর্য্যন্ত আর আসেনি কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কখন আসে, কিছুই বুঝতে পারিনি কি জানি কেন আমার মনে হয় সে আমার—আমিও তার—দুজনে দুজনের জন্য পৃথিবীতে জন্মেছিলুম।

(গীত)

জীবনে মরণে তাহারি চরণে
যাহা কিছু ছিল সঁপেছি।
সে যেন আমার, আমি যে তাহার,
প্রাণ ভোরে ভালবেসেছি
জনমে জনমে মরমে মরমে;
সরমে বাধা না পেয়ে,
তার ছবি আঁকি তৃষাতুর আঁখি
ধরিবারে সাধ ধেয়ে;
তাল আঁটি বুকে, বেখে মহাসুখে,
কব তা'রে 'তোরে এনেছি
ভাসায়ে পাথারে, মজায়ে তোমারে,
সাথে সাথে আমি ভেসেছি।'

(আলনাশার প্রবেশ)

আল তিন্নি

আমিনা কি বাবা.

আল তোকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছিরে বেটী।

আমি কেন বাবা।

আল মুস্কিল নয়? তোর কাজ কর্ম্মে একটু মন নেই—কেবল বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবি—গল্প করে সময় কাটাবি এখানে যাবি, ওখানে যাবি—কাজেই আমার রাগ হবে না?

আমি তাতো হবেই বাবা।

আল কাজেই তোকে দুটো বকতে ইচ্ছা হয়

আমি ত বকনা বাবা বাপ মেয়েকে বকবে না?

আল কাজেই একটু মেজাজ কড়া কর্ত্তে হয়

আমি তা না হ'লে চলবে কেন বাবা! তুমি অত আদর দিলে আমিত তোমার কাছে বেশী আবদার পেয়ে যাব—

আল কিন্তু সব মাটি হয়ে যায় যে!

আমি কেন?

আল তোর ওপর রাগ:তে পারিনা

আমি তুমি বাবা—আমি মেয়ে আমার ওপোর রাগতে পারনা কেন?

আল তোর মুখ দেখলে, তোর কথা শুনলে, আমার মেজাজ যে নরম হয়ে যায়

আমি। তা হ'লে আমার দোষ কি বাব?

আল। এই যে আমার নূতন জলে আঠা দিসনে অমন'হ নৌকা খানায় সব জিনিষ পত্তর দিসনে, তা দেখে বড্ডহ রাগ হয়েছিল, আজ একেবারে কসম্ খেয়ে রেগে তব্‌তরে হয়ে আসছি—তোকে যাচ্ছেতাহ বল্‌বো—

আমি। তার পর!

আল। তারপর আর কি, যেমন তোর মুখ দেখা—

আমি কি হ'লো?

আল। অমনি সব ভুলে গেলুম রাগতে গাঙ্ পারে চলে গেলই। আবার ক্রমাগত তের মুখে বাপ্ বাপ্ শুনছি অ প্রাণটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে, আর নিজের গ লে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে

আমি। কেন ?

আল। তোর ওপর যে রাগটা হয়েছিল,—সেটা বিশগুণ হয়ে নিজের ওপর হচ্ছে মনে হচ্ছে কি জানিস ? কেন তোর ওপর রাগ করেছিলুম ?

আমি বাবা। তুমি আমায় বড় ভালবাস হাঁ বাবা এমনি ভালবাসা চিরদিন বাসবে ?

আল। বেটী। আমার কি রকম নসীব ? আমি গরীব ছোট-জাত, ঘাস ঘেঁটে দিন গুজরাণ করি। যে দিন তোকে নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে বাঁচিয়ে তুল্লুম, আমার মনে হল আমি একজন নবাব বাদশা নইলে—তোকে আমার বলে ঘরে আনতে পারব কেন ? তবে একটা বড় আপসোষ জান্‌লি বেটী একটা বড় দুঃখু এমন মাণিকটা ঘরে এনে রেখেছি—শুধু মাজা ঘসা যত্ন করবার অভাবে জলুস্ কমে যাচ্ছে, দাগ পড়ে আসছে

আমি সেকি বাবা ? তোমারই আদরে, তোমারই যত্নে আমি এখনও বেচে আছি, ত কি তুমি ভুলে যাচ্ছ ? তুমি যদি দয়া করে প্রাণদান না দিতে ত হ'লে আজ তুমি যাতে তিন্নিকে কি কেউ চখেও দেখতে পেতে ?

আল তোর যেমন ভাল মন তুই সেই রকম কথাই বল্‌ছিস্। কিন্তু মা—আমি ত তাতে খুসী নই তোকে একটা ভাল জিনিস খেতে দিতে পারি না, তোকে একটা ভাল পোষাক পরাতে পারি না—তোকে একটা ভাল থাকবার জায়গা দিতে পারিনা তবে আমার একটা সুখ কি জানিস ? এ দীন দুঃখীর কুঁড়ে ঘরেও তুই নিজের মনের গুণে আপ-

নাকে বেশ তাজা করে রেখেছিস্—কখনও তোর মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না।

আমি বাবা আমি তো তোমার পর নই ; মেসুরুও তোমার যেমন আমিও তোমার তেমনি।

আল তবে ছেলের চেয়েও মেয়ে মায়ার জিনিস তাই বুঝি তুই আমার প্রাণের মায়া মেসুরুর চেয়ে বেশী অধিকার করেছিস। আমি একবার হাটে যাচ্ছি হ্যাঁরে তিন্নি সে দালিয়া আজ আসেনি ?

আমি না বাবা এবেলা আর সে আসেনি। সে পাগল—যখন খেয়াল হয় তখন আসে

আল বড় ভাল ছেলে—বড় আমুদে কিন্তু ওর ভাব কিছু বুঝিনা কোথায় থাকে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না আমি জিজ্ঞেসা কল্লে কেবল হাসে কিছুই বলে না।

আমি। আমাকেও কিছু বলে না আমিও তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করি না তুমি হাটে যাও বাবা। আমি তোমার কাজ করে রাখছি

আল। আচ্ছা—আচ্ছ—আমি আসছি।

[আলনাশার প্রস্থান

আমি সরল হৃদয় বৃদ্ধ তোমার ঋণ আমি ইহজীবনে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো না। পরিশোধের উপায়ও নেই, শক্তিও নেই

(মেসরুর প্রবেশ)

মেসরু। তিন্নি বাবা কোথায় গেল রে ?

আমি কেন ?

মেসরু দরকার আছে, বড় জরুরি দরকার আছে - বল্‌না

আমি কেন, কি দরকার শুনি না :

মেসরু আহ শিগ্‌গির বলে ফেল্‌ না কেন বাজে সময় নষ্ট করিস্‌? কি দরকার তোকেত বলবোই—

আমি। হাটে গেছে

মেসরু এঁ্যা—সত্যি নাকি? হা—টে গেছে? তাহলে আস্‌তে তো একটু দেরি হবে?

আমি তা হবে বৈকি

মেসরু বাস্‌, ইযা আল্লা। তবে খানিকক্ষণ একটু নিশ্চিন্তে তোর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে পার্ব্ব।

আমি কেন, বাবার সাম্‌নে কথা কইতে তোমার কি লজ্জা করে?

মেসরু। লজ্জা কেন—একটু ভয় করে। ফস্‌ করে হাগ পেটা করে দেবে—তাই দুটো প্রাণের কথা কইতে পারি না

আমি তুমি আমার ভাই—আমি তো মাত্র বোন। ভাই বোনে কত সুখের দুঃখের কথা কয়—তাতে কেউ দোষে না মেসরু!

মেসরু তিন্নি! তুই আজ কাল এমন ধারাটা হয়ে গেলি কেন ভাই? ছেলে বেলায় দুজনে কত খেলা করেছি, নদীতে কত সাঁতার দিইছি, কত গাছে উঠেছি, বেড়িয়েছি, এক সঙ্গে খেয়েছি, এক সঙ্গে ঘুমিয়েছি—আর আজ এই ক'বছর দেখছি তুই কাছে ঘেঁসতে দিসনা—তোর কাছে আমাকে দেখলে বাবা মাটীতে মাথা ঠুক দেয়—

আমি যে বয়সে যা—সেই বয়সে সেই রকম কর্ত্তে হবে বইকি মেসরু। এখন দুজনে বড় হয়েছি, জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে—এখন কি ছেলে মানুষি খেলাধুলো ভাল?

মেসক সে বয়সে যা—তাকি আমি জানি না ? তুইও দিব্যি ডাগর ডোগর হয়েছিস আমারও বেশ গোঁপ টোঁপ গজিয়েছে এইবার তুই দেড় হাত তফাৎ থেকে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবি আমিও অমনি বুকে হাত দিয়ে তোর পানে চেয়ে মস্ত লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ব তারপর তুই বলবি তুমি আমার—আমি বলব তুইও আমার—আমিও তোর—

আমি। বটে ? তার পর—

মেসক তারপর দুজনে একটু চোখের আড়াল হলেই, তুই ঝর্ ঝর্ করে কাঁদতে থাকবি—আমি চুপ্ করে এসে তোর চোক মুছিয়ে ঐ নরম তুলতুলে মুখখানি ধরে—

আমি সাবধান মেসক, ভদ্রতার সীমার বাইরে যেও না আমি তোমায় ভালবাসি, স্নেহ করি। সে পবিত্র সহোদর সহোদরার প্রেম পৈশাচিক কল্পনায় কলঙ্কিত কোরোনা বাবা এলে তোমার ব্যবহারের কথা আমি এখনই বলে দিচ্ছি। এ পাপস্থান আমি আজই ত্যাগ কর্ব্ব।

মেসক না না—না না—তিন্নি তোর পায়ে পড়ছি—তুই কাকেও বলিসনি, তুই ছেড়েও যাস্‌নি। তাহলে আমায় সদ্য সদ্য কবরে যেতে হবে বাবা শুনলে আমাকে কাবাব বানিয়ে দেবে। তুই চলে গেলে, তোকে একদিন না দেখলে আমি হেঁচ্কি তুলেই মরে যাব আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—আয় খোদা।

[মেসরুর প্রস্থান

আমি কত রকম পাগলই এ সংসারে আছে বিশেষতঃ

পুরুষ মানুষ একজন পরস্ত্রী দেখলে—আর তাদের মাথার ঠিক থাকে না।

(জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলি আমিনা!

আমি (চমকিত হইয়া জুলিয়াকে নিরীক্ষণ) এঁ্যা —কে কে তুমি ?

জুলি আমিনা! চিন্তে পাচ্ছিস্ না? না পার আশ্চর্য্য কি? যুগ কেটে গেছে, কত কাল—কত কাল পরে শৈশবের সরল মনোহর, সুন্দর ছবি বিকৃত অবস্থায় সামনে এনে ধরেছি—না চিন্তে পারবারই ত কথা, কিন্তু বোন! সত্যই কি আমার এত ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হয়েছে?

আমি এঁ্যা তুমি—দিদি সহোদরা—জুলিয়া তুমি এসেছ? জগতে এমন ধারা কি হয়? অসম্ভব কি সম্ভব হয়? এমন হরণো অমূল্য অতুল সামগ্রী বিনা আয়াসে ঘরে বসে কি আবার ফিরে পাওয়া যায়? দিদি, দিদি আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি?

জুলি স্বপ্ন তো অনেক দিন থেকেই দেখ্‌ছি ভগ্নি। সবই স্বপ্ন—এ একটানা স্বপ্নের শেষ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ভুবনবিখ্যাত সম্রাট শা সুজার অন্দরের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে আজ এ কাল পর্য্যন্ত দারুণ দুর্দ্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি এখনও দুজনে শ্রান্ত ক্লান্ত চরণনিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি এ কি তোমার আমার পক্ষে স্বপ্ন নয়? এতকাল আমার পক্ষে তুমিও মৃত ছিলে তোমার পক্ষে আমিও মৃত ছিলেম কিন্তু এ আবার কি

আবার দুজনের পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ! একি স্বপ্ন নয়?

আমি দিদি। দুঃখ দিয়ে দিয়ে, দুঃখ পেয়ে পেয়ে বিধাতার দুঃখের ভাণ্ডার বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে তাই বুঝি তিনি আবার আমাদের একত্র করে দিলেন

জুলি। হ'তে পারে—এখন কেমন আছিস আমিনা?

আমি আমি বেশ আছি দিদি তুমি এখানে কেমন করে এলে—কি করে আমার সন্ধান পেলে?

জুলি সে সব কথা পরে বলছি ঈশ্বর যে আমাদের দুটী ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন সে কেবল পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। নইলে আরতো কোন কারণ খুঁজে পাই না কিন্তু আমিনা তুই এই হীনাবস্থায় এই দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে, খনির উৎকট অন্ধকারে উজ্জ্বল রত্নের মতন কেমন করে বেশ আছিস্ বোন?

আমি কেন বেশ থাকব না দিদি? রাজ অট্টালিকায় থেকে কেবল চিরদিন প্রাণরক্ষা করবার জন্য কাতর হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি দিল্লিতে আওরাঙ্গজেবের ভয়ে প্রাণটী হাতে করে পালিয়ে এলুম, আরাকানের রাজার ঘরে এসে বড় সুখের স্বপ্ন মনে করে আশ্রয় নিয়েছিলেম, সেখানে সর্ব্বনাশের চরম হ'ল পিতৃহত্যা হ'ল নিজেও মৃত্যুর কবলে পড়েইছিলুম—কি জানি বিধাতা কেন আবার সেখান থেকে টেনে বাঁচালেন. তার চেয়ে এই নিরাপদ স্থান কি বাঞ্ছনীয় নয় দিদি? মনের সুখই আসল সুখ, এতকাল ধরে সেসুখ আমি এখানে উপভোগ কচ্ছি।

জুলি কি জানি আমিনা! তুই এত দেখে শুনে, এত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে কেমন করে সুখভোগ করছিস? স্ত্রী জন্মটা আমি দেখছি—কেবল দুঃখ ভোগ করবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল আমি কিন্তু স্বর্গে গিয়েও সুখি হতে পারব না। আমি একা স্ত্রীলোক তবু আমার ইচ্ছা করে কি জানিস আমিনা, এখনই এই দণ্ডে গিয়ে আরাকানের রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করে, তাদের সবংশে ধ্বংস করি তোর কি সে-ইচ্ছা হয় না?

আমি দিদি, আর ওসব কথা বলিসনে ভাই! আমার পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগছে। মরতে চায়ত পুরুষ-গুলো কাটাকাটি করে মরুক্গে—আমার এখানে কোন দুঃখ নেই।

জুলিয়া ছি! ছি আমিনা! তুই কি সাহাজাদার ঘরের মেয়ে? কোথায় দিল্লীর সিংহাসন—আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটীর

আমি দিদি দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে বৃদ্ধের এই কুটীর, এই কেয়া গাছের ছায়া, যদি কোনও বালিকার বেশী ভাল লাগে তাতে দিল্লীর সিংহাসন এক বিন্দুও অশ্রুপাত করবে না।

জুলিয়া তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি কিন্তু একবার ভেবে দেখ, পিতা তোকে সবচেয়ে ভাল বাসতেন বলে তাই তোকে তিনি স্বহস্তে [illegible] ফেলেছিলেন; সেই পিতৃ [illegible] মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশী প্রিয় জ্ঞান করিসনে, তবে যদি প্রতিশোধ তুলতে পারিস—তবেই জীবনের অর্থ থাকে।

আমি। থাক্ দিদি। সকল কথা এখন থাক্। তুমি চল একটু বিশ্রাম কর্‌বে

জুলিয়া আশ্চর্য্য অতি আশ্চর্য্য ভগ্নি, এমন পরিবর্ত্তন কি এ জগতে সহজে সম্ভব আমিন তুই যখন দিল্লীর সুখ ঐশ্বর্য্য, নিজের পদ-মর্য্যাদা, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মন থেকে তুলে ফেলে দিয়ে, এই হীনাবস্থায় আপনাকে রেখে সুখ ভোগ কর্ত্তে পাচ্ছিস তখন আমার স্থির বিশ্বাস, যে তুই আর কিছু পেয়েছিস—আর কিছুতে মজেছিস আর কিছুতে ডুবেছিস।

আমি কিসে দিদি?

জুলিয়া প্রেম বিশ্ববিজয়ী প্রেমে তোর হৃদয় নিশ্চয় পরিপূর্ণ, তুই নিশ্চয় কাকেও ভালবেসেছিস

আমি তুমি কি পাগল হ'য়েছ দিদি? চল ঘরে চল—

জুলিয়া ভুলে যা ভুলে যা—যদি ভালবেসে থাকিস ভুলে যা। ভালবাসার বড় জ্বালা সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই

[উভয়ের প্রস্থান।

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের ঐ যে বলুম যে পোঁচ নয়নের, এ লম্বকর্ণের হাত থেকে যে সেট ফোটা এড়িয়ে যাবেন হয় তিনি পারবেন, না হয় তিনি মত্ত গর্ভে—নবেন কাঁধে খান য ম টা কোপা-ক্ষেন, আচ্ছা ঠিক বল কি রকম ফড়াক করে এসে ধরেছি হুঁ হুঁ বাবা, বিধাতা পুরুষ আমায় নবাব কর্‌বে দেখনি কেন—তাকি কেউ জান? কেবল সিংহাসনের ছারপোকার

কামড়ের জ্ব'লা সইতে পার্ব্বো না বলে, নইলে এমন যে বুদ্ধি এমন যে মেধ আর এমন যে তস্কর লাঞ্ছিত দৃষ্টি, ও ঘ্রাণশক্তি এত নবাব বাদশা, রাজা, রাজড়া ভিন্ন আর কারও থাকতে পারে না, ধরেছি আর যাবে কোথায় ? ঐ ঝোপটা কিন্তু বড় কাজ দিয়েছে চোত বোশেখ মাসে আমি নিজে এসে রোজ দু'বদনা করে জল ঢেলে দিয়ে যা'ব যাতে আরও ভাল করে গজায়, আ ড়েও বাড়ে, কি রকম নসীব জোরের বাবা একেবারে দু' দুটে, এটাকে পেলে ওটা না এলে ওটাকেও ত আবার খুঁজতে হে'তো। খোদা যা'হো'ক একটু পেয়ার করেন কিনা একেবারে আমা'র সঙ্গে সঙ্গে বড়টা'কে এখানে এনে হা'জির করে দিয়েছেন ; কাকেও জিজ্ঞাসাবাদ দরকার নেই তত্ত্বতাবাসেরও আবশ্যক নেই—রোগীর মুখে দিব্বি সড় সড় করে রোগ ব্যক্ত হ'তে লাগলো ; বস্ যেটুকু সন্দেহ ছিল, সব ফরসা। দুটো চেহারা বটে বাবা ! বিশেষ ঐ ছোটটা যেমন ভাল-মানুষ তেমনি মিষ্টি কথা, বড়টার একটু সেপাই সেপাই ভাব তা হো'ক এ জোড়াটা শাহাজাদা পেলে আর তাঁকে রাজ্যপাট কর্ তে হবেনা নরম গরম দুই পাবেন আমর এ ব্যাটা কেরে—

[মেস্‌রুর প্রবেশ]

মেসরু কে তুমি ?

তাহের আমি (হাই তুলিয়া) ঐ যা ভুলে গেছি।

মেসরু ভুলে গেছি কি ? এখানে কি ক'রতে এসেছ ?

তাহের আমিত আসিনি আমিত বিছানায় শুয়ে আছি !

মেসরু বিছানায় শুয়েত এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?—

জাহের পাশ ফিরতে ফিরতে হয়ত এসে পড়েছি।

মেসরু। চালাকি কচ্ছ—না ? বুঝতে পেরেছি, তুমি তিন্নির সন্ধানে এসেছ

জাহের। দোহাই বাবা তিন্নি ফিন্নি জানি না। এটা পীরের দরগা মনেকরে একটু সিন্নি খেতে এসেছি।

মেসরু। এটা দরগা ফরগা নয়—এখান থেকে চলে যাও আর যদি মছ্লির দরকার হয় তো নগদ দাম ফেল আমি গুণে দেই—তারপর ঠিক ওজন কোরে, কেটে কুটে একটা টাট্কা মছ্লি তোমার মাথায় চাপিয়ে দিই।

জাহের। বাঃ পাকা ব্যবসাদার। তা হ্যাঁ বাবা। ফাজা মুড়ো বাদ দিয়ে দেবে—না সবশুদ্ধ আমার মাথায় চাপাবে।

মেসরু। ওঃ এয়ারকি কর্ত্তে এসেছ—এয়ারকি কর্ত্তে এসেছ ? খদ্দের নও—বটে। তবে সোরে প'ড়, সোরে পড়।

জাহের বলি, চাকতির কিছু খাঁক্তি হয়েছে ? তা বুঝেছি, এই নাও (মুদ্রা প্রদান)

মেসরু। এঁ্যা সত্যিই দিলে যে। তবে সত্যিই খদ্দের, তা তা ভাই কিছু মনে কোরোনা। কি জান আমার বড় ভয় হয় কত ব্যাটা এখানে কি মতলবে আসে—বুঝ্লে কি না—

জাহের কেন বল দেখি ? এখানে মাছ ছাড়া আরও কিছু মোলায়েম জিনিষ আছে নাকি ?

মেসরু। আছে বৈকি ভাই ? বাবা একদিন জালে মাছ ধরতে ধরতে বুঝলে মাছের সঙ্গে একটা ফুটফুটে, মিট্‌মিটে, পিট্‌-পিটে, খিট্‌খিটে পরির বাচ্ছা ধরে ফেল্‌লে।

তাহের এ্যাঁ সত্যি নাকি ?

মেসরু আল্লার কসম্ একেবারে তাহা পরির বাচ্ছা

তাহের ও না টানা দেখেছিস ?

মেসরু সে কোথায় চাপাচুপি দিয়ে রাখে ঠাওর পাই না।

তাহের ওড়ে ?

মেসরু দিনের বেলা যত কখনও দেখিনি

তাহের ত হবে রাত্তিরে ওড়ে কি বলিস ?

মেসরু হ'তে পারে ; আমি এক একদিন ঘুমিয়ে পড়ি কি না—

তাহের। রোজ রোজ ঘুমুস না ?

মেসরু (ক্রন্দনস্বরে) ছুঁড়ির জন্যে ঘুম কি আর হয় দাদা !

তাহের (ঐ) আহা তা বটেইত দাদা

মেসরু (ঐ) আমাকে একেবারে পাগল করেছে দাদা

তাহের (ঐ) তা—তা—দেখ্‌তে পেয়েছি দাদা

মেসরু আমাকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না—কামড়াতে আসে

তাহের মরি মরি—কোথায় দাগ টাগ পড়েনিতো।

মেসরু (পূর্ব্ববৎ) এইখানে বড় ঘা লেগেছে (বক্ষ দেখান)

তাহের (ঐ) এই ভালকরে দিচ্ছি ভাই (বক্ষে তিন চপেটাঘাত)

মেসরু উঃ উঃ তুই শালা তো বড় শয়তান—

তাহের। বাঃ—এযে দিব্যি রোগ সেরে গেছে—

মেসরু রোগ সারবে কিহে তুমি রোগ সারাবার কে ?

তাহের তোমার নানির খসম এখনও রোগ সারেনি— এইবার একটু হকিমি চালাই (মাথায় চপেটাঘাত)

মেসরু আরে শালা! তুই যে এলোপাতাড়ি ঠেঙ্গাতে সুরু কর্লি?

তাহের তুমি বন্ধুলোক—তোমার দুঃখ কি সইতে পারি? সে ছুঁড়ি তোমাকে যে দুঃখ দিচ্ছে—মাঝে মাঝে যদি আমায় এসে, এই রকম হকিমি কর্ত্তে দাও তাহলে তোমার ওরোগ বালাই কিছু থাকবে? আমি তোমার ভালর জন্যই বোলছি

মেসরু। এ রোগ কি আমার সারবে? আগে এতটা হয়নি, আজ প্রায় বৎসরখানেক দালিয়া নামে এক বেটা পাগল এসে তিন্নির সঙ্গে জুটেছে।

তাহের। এঁ্যা সেকি রে। আঃ সর্ব্বনাশ—

মেসরু। সর্ব্বনাশ বোলে সর্ব্বনাশ, সেই ব্যাটা এখানে জুটে-এস্তক ছুঁড়ি আমার সঙ্গে ভালকরে কথা কয় না—আমাকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না।

তাহের। তারসঙ্গে বুঝি ছুঁড়িটার আসনাই হয়েছে?

মেসরু। কি জানি ভাই। তিন্নি তাকে দেখ্‌লে—তার সঙ্গে কথা কইলে, তারসঙ্গে হাতপাকড়া পাকড়ি কল্লে বড় খুসি হয়

তাহের আর তুই শালা, কেবল যণ্ডা—গাধা—উল্লু—ভাল্লু—কাল্লু তাই দাঁড়িয়ে দেখিস?

মেসরু আরে মর্, ও আমার দোষ কি? সে দালিয়া ব্যাটা যে আমার চেয়ে যণ্ড

তাহের সে ব্যাটা কোথায় থাকে?

মেসরু জানিনা ভাই কোথা থেকে দিন দুপুরে ঝুপ করে'

এসে পড়ে, কোন দিন সন্ধ্যের সময় এসে হাজির হয়, আবার রাত দুপুরেও দেখা দেয়।

তাহের। কেমন দেখতে বল দেখি?

মেসরু। চেহারাটা মন্দ নয় দিব্যি গোলগাল, তবে কাপড় চোপড় গুলো বড় পরিষ্কার নয়

তাহের। ভিখিরী ফিকিরী বুঝি?

মেসরু। তাই বা কেমন করে বলি যখন তখন চাঁদি দিয়ে যায়, মুটো মুটো—একটা আধটা নয় তাইতেই ত বাবাকে বশ করেছে, তাইতেই ত তিনি একবারে তার বাঁদি হয়ে রয়েছে।

তাহের। এক দিন তার পেছু নিতে পারিস্ না?

মেসরু। তাকি আর না নিয়েছিলুম, খানিকটা বেমন পেছনে পেছনে গেছি, দুব্যাটা কোথা থেকে নেবে এসে আমাকে দুই রদ্দা মেরে ফেলে দিয়ে দে দৌড়. আমি সামাল্ দিয়ে উঠে আর তাকে দেখ্‌তে পাই না।

তাহের। তবে সে মামদো ভুত না হয়ে যায় না, দেখিস্ যেন কোন দিন তোর ঘাড় না ভাঙ্গে

মেসরু। তুই থাম মাছ নিবিত আয়, আমি আর দাঁড়াতে পারি না

তাহের। চল [স্বগত] কেমন গোলমাল ঠেক্‌ছে, শাজাদা কি ছদ্মবেশে এখানে আসে নাকি? কি জানি

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণ।

রঙ্গিলা

গীত।

আমি সাধ করে প্রাণ দিছি ছেড় উড়বে বাতাসে।
আছে যথা মনের মানুষ পড়বে গিয়ে তার পাশে।
ঝড় ঝাপটা আঁধার রাতে, বৃষ্টি বাদল তাতে বাতে,
রবে অটুট শূন্য পথে ফট্‌বে না তো তরাসে।
[ওগো] শক্ত বড় জোর দড় হয় না কাবু হতাশে।

(শাহাজাদের প্রবেশ)

শাহ একি রঙ্গিলা! আজ তোর রঙ্গের তেমন বাহার দেখছিনা কেন রে?

রঙ্গিলা। শাহাজাদা কতকটা আপনার চোখের দোষ কতকটা আমার রঙ্গের দোষ।

শাহ কেন?

রঙ্গিলা। আপনার প্রাণে মুখে চোখে যেন একটা কু আশা পড়েছে ; তারই ধমকে আপনি দুনিয়াটা তত উজ্জ্বল করে দেখতে পাচ্ছেন না ; আর আমারও রংটা যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, যতদিন যাচ্ছে তত ময়লা ধরে আসছে, কাজেই আগে যা যেমনই দেখেছিলেন, এখন আর তা দেখতে পাবেন না।

শাহ রঙ্গিলা তোমার অনুমান সত্য। কিজানি কিসের এক কু আশায় আমার অন্তর আচ্ছন্ন, জানিনা কবে সে শান্তিময় সুখরশ্মির প্রখর কিরণ ছটায় সে কু আশা বিপর্যস্ত হয়, সমগ্র বিশ্বের আনন্দ হাসি এ পাপচক্ষে দর্শনকরে আবার প্রাণের হাসি আমার ফুটে উঠবে ; রঙ্গিলা। এই জন্যই বুঝি শৈশবের অজ্ঞান অবস্থা জীবনের সুখ ও শান্তি উপভোগের একমাত্র সময় বলে মহাপুরুষেরা নির্দ্দেশ করে থাকেন আশা নেই, যন্ত্রণা নেই চিন্তা নেই ভাব নেই, অন্তর নেই, শৈশবের হাসিও মধুর, কান্নাও মধুর। অজ্ঞানতার সঙ্গে যদি সরলতা মধুরতা অকপটতার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবে উন্মেষের জন্য পৃথিবীতে লোকে এত ব্যতিব্যস্ত হয় কেন? জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে যদি পৃথিবীর কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা মানব চরিত্রের ভীষণতা দেখতে শুন্‌তে হয়, যদি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ অভাব এসে নির্ম্মল হৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করে তা'হলে আজীবন অজ্ঞানতা কি প্রার্থনীয় নয়?

রঙ্গিলা অত কোরান হাফেজ আওড়ালে আমি যে ভড়কে যাব শাহাজাদা! তার চেয়ে সোজায় একটা কথা বল না, তা হলেই সকল গোল মিটে যায়

শাহ। কি বলবো—সোজা কথ বলবার কি আছে রঙ্গিল

রঙ্গি আছে বই কি, আমি বলব

শাহ আচ্ছা তুমি বল

রঙ্গি তুমি কাকে ভালবেসেছ

শাহ দূর পাগলি! সে কিবে?

রঙ্গি বড় হাসির কথাটা বল্লুম না শাহাজাদা তুমি চেপে রাখতে চেষ্ট করে কি হবে তোমার মুখে কালির দাগ দিয়ে ওকথা লিখে দিয়েছে

শাহ সত্য নাকি?

রঙ্গি। হ্যাঁ, এখুনি আয়নাতে গিয়ে দেখে এস।

শাহ কি লেখা আছে বল্ দিকি

রঙ্গি আহা বেশ স্পষ্ট লেখা রয়েছে গো, শোন আমি পড়ে দিচ্ছি নবাব শাহ জেনান এত দিন পরে হঠাৎ এক জনকে নিজের সমস্ত প্রাণটাকে বিনি কড়িতে বিলিয়ে দিয়েছে

শাহ তোর নিজের কথাটা আমার নাম দিয়ে বলছিস বুঝি রঙ্গিলা

রঙ্গি শাহাজাদা ও এমন আঁতের কালিনয় জল দিয়ে ধুলে যাবেনা লোককে বাজে কথ বলে ধাঁধায় ভুলিয়ে ও জিনিষ লুকোতে পার্কেন তবে একটী কথা আছে আনাড়ীতে এসে নাড়ী ধরে চট করে রোগ ঠাওর কর্ত্তে পার্কেনা! একটী দরদী হইলেই—ভুক্তভোগী হলেই—কাজের কাজী হলেই ধাঁ করে চিনে নেবে

শাহ তাহলে তুইতো রোগের রোগী

রঙ্গি আমিত শয্যাশায়ী হবে তোমার মতন হা হা করে গলা শুকিয়ে বেড়াচ্ছিনা! —প্রেমে আমায় কাবু কর্তে পারেনি বরং আমি প্রেমটাকে গলায় পা দিয়ে খুব কাবু করে ফেলেছি

শাহ তবে তোর রংএ এত ময়লা ধরেছে কেন?

রঙ্গি সেটা রোগের সধর্ম্ম; সাধ করেও যদি বিষ খাওয়া যায়, তা'হলে বুক জ্বালা কর্ব্বেন? আমার প্রেম হল সখের এতেত হা হুতাশ নেই শাহাজাদা দুঃখ পাবে বলে যে প্রেম করে তারতো দুঃখ কর্ব্বার কিছু নেই কিন, যে সুখের আশায় প্রেম করে, শেষে দুঃখে পড়ে ন্যাকানী চোপানি খায় তারই মহা মুস্কিল

শাহ ঠিক বলেছিস রঙ্গিয়া প্রেমে এত দুঃখ এত জ্বালা, সত্যইতো আগে জানতুম না বটে কিন্তু ভোলবার কি দাওয়াই জানিস?

রঙ্গি বল কি? প্রেম ভুলবে? দিনরাত চন্দ্র সূর্য্যি ওলট পালট কর্ব্বে? নবাব বলে কি এতই ক্ষমতা হয়েছে মনে কর শাহজাদা? পিরীতটা কি ছোট খাট জিনিষ ঠাওরাও নাকি?

রঙ্গিলার গীত।

ছেলে খেলা নয়কো পিরিত চাইকো এতে কড়া জ্ঞান
প্রথম চোটে যাবে ছুটে লজ্জা সরম অভিমান
ভাত রবে না পেটে মোটে, এক হবে না দুটী ঠোটে,
চল্‌তে পথে, ধুলো খেতে, প্রাণ হবে হায়রান

দেহ খানা মায়ের চোটে, থাকে কি না থাকে মোটে,
কেবল হোঁচট্, বেজায় সে চোট দিন দুপুরে সন্ধে নাম।

—:•:—

শাহ্জা। তবে কি হবে রঙ্গিলা, সাধ করে নিজের হাতে তুলে অমৃত ভেবে যে গরল পান করেছি তার যন্ত্রণায় সত্যই যে প্রাণ যায় এর উপায় কি জানিস্ রঙ্গিল? বলে দিতে পারিস্? রঙ্গিল! কি করে আবার আমি যেমন ছিলুম তেমনি হই?

রঙ্গিলা এত নির্ভরশা হও কেন শাহজাদা, আমার কথা শুনবে, অত আঁকু পাঁকু না করে যদি তাকে প্রাণ ঢেলে শুধু ভালবেসে যেতে পার, তা'হলে যত বাধা বিপত্তি হ'ক না, মাঝখানে যত পাহাড় যত সমুদ্র, যত অন্ধকার এসে পড়ুক না তোমার প্রাণের বিষম টানে সব সরিয়ে দিয়ে প্রাণের জিনিষকে তোমার বুকে ঠিক এনে দেবে, কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না কেউ তোমাকেও টেনে রাখতে পার্ব্বে না।

শাহ রঙ্গিল রঙ্গিল—বোন! তাই কি? যেন আশার সঞ্চার হচ্ছে; সত্যই কি প্রাণের টানে প্রাণের জিনিষকে টেনে আনা যায়?

রঙ্গিলা আমার বই পড়ে শেখাও নয়, শুনেও মুখস্থ করা বিদ্যেও নয়। যে যাকে ভাল বাসে প্রাণ ভরে যদি তাকে সে ডাকে তখুনিই সে ছুটে আসে।

শাহ আচ্ছা, তুই যাকে ভাল বাসিস্ তাকে ডাক দিকি দেখি সে আসে কি না

রঙ্গিলা ডাব্‌বো—তবে ডাকি ? [উচ্চৈস্বরে] তাহে ও তা'হের একবার শুনে যাও!

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের এঁ্যা যাই—

রঙ্গি ওমা, কি সর্ব্বনাশ!

[বেগে পলায়ন]

তাহের যাঃ বাবা সব ফসকে গেল (ভূমে উপবেশন)

শাহ একি এসে বসে পড়লে যে ?

তাহের এখনও মরিনি আমার বাবার ভাগ্যি তা জান ?

শাহ কেন বন্ধু, কি হয়েছে ?

তাহের তুমি শুদ্ধ আমার পেছনে লেগেছ ?

শাহ কি তোমার মন্দ করলুম ভাই, যথার্থই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—যে বাঁদিকায় এত ভাল বাস্‌তে পারে—তাহের! তুমি বড় ভাগ্যবান

তাহের ভাগ্য এইবার বেরিয়ে যাবে এখন ওর কাছে বুঝি বল্লে যে আমি ওর জন্যে মরা ?

শাহ কেন, আমি সে কথা বল্‌বো কেন

তাহের আর কেন একটু মজা দেখবার জন্যে, একেত ছুঁড়ি আমাকে দেখলেই টিপটিন ঝাড়ে, টীট্‌কিরি মারে, কত ঠাট্টা করে—তবু এখনও শোনেনি যে আমার দফা রফা হয়েছে

শাহ যদি শোনে তাহলে আর ছুটে পালাবে না তাহের! তুমি আমাকে কি অবিশ্বাস করছো ? আমি কি মিথ্যাবাদ

বাস্তবিক বল্‌ছি রঙ্গিলা তোমাকে এত ভালবাসে যে, আমি কখনও স্ত্রীলোককে এত ভালবাসিনি

তাহের। এঁ্যা—এঁ্যা—কি করে জানলে? কি করে জানলে? ভাল বাসে—ভাল বাসে—ও অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে গলা বাজি কচ্ছিল কেন? আমি বলি ঠাট্টা কচ্ছিল! তা বলনা বলনা—কি বল্লে ভাল বাসে—ভাল বাসে?

শাহ। হ্যাঁ তাহের। তোমার মতন ভাগ্যবান আমি হলে, আমার জীবন ধন্য মনে করতুম

তাহের জীবন তোমার ধন্য করে এসেছি—কেল্লা ফত্তে করে এসেছি

শাহ কোথায় গিয়েছিলে? কি হলো কি করে এলে?

তাহের তা করে কম্মে ঠিক এয়িছি হাতে আঁস্‌টে গন্ধ দেখনা

শাহ। কি বলছ?

তাহের একটা মাছ কিনে আনলুম ফুর্ত্তির মুখে সিরাজির সঙ্গে মছ্‌লির কাবাব্ চাট কর্ব্ব

শাহ। ঐ তোমার মহৎ দোষ বড় ঘুরিয়ে কথা বল

তাহের। তা ঘুরিয়েছি ফিরিয়েছি একেবারে কড়াক্ করে সে কথাটা বের করে দেওয়া ভাল কি? ফস্ করে বেরিয়ে গেলে মজা হল কি? একটু মজা করে খেলাই না

শাহ মজা যথেষ্ট হয়েছে—আর না ক্ষান্ত দাও

তাহের পেয়েছি তোমার সেই বিয়ের সমন্ধ হওয়া পক্ষীদের সন্ধান পেয়েছি

শাহ পেয়েছ—সন্ধান পেয়েছ, শা সুজার মেয়েদের সংবাদ পেয়েছ? বল বল ভাই, কোথায় এখনি বল?

তাহের ওর বাবা কথা বেরুতে না বেরুতে অন্ত তেউড়ে উঠলে—আমি কাহিল মানুষ যোগান দিয়ে উঠতে পার্ব্বনা।

শাহ আচ্ছা, না—না আমি ব্যস্ত হব না তাহের, তুমি যদি আমার প্রাণের কথা বুঝতে তাহলে আমার এ ব্যাকুলতায় অসন্তুষ্ট হতে না আমার বুকে যে কি আগুন জ্বলছে তা তুমি কি করে জানবে ভাই?

তাহের তা'ত জানব না, কিন্তু তাদের সন্ধান ত পেয়েছি তবে নাগাল পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারিনা।

শাহ কেন?

তাহের দেখ সর্ব্ব প্রথমে একটা লোকের সন্ধান নিতে হবে

শাহ কার বল দেখি?

তাহের সে একটা পাগলা, কি তার নাম "দানা"—

শাহ দানা?

তাহের হ্যাঁ—হ্যাঁ—দানা গোছের বটে, তবে নামটা কি কি দানক মুণ্ডি

শাহ কি বলছ?

তাহের আঃ—ঠিক ছাই মনে পড়েনা ঐ যে কি দাল ভাজ

শাহ। থাম, থাম, রহস্য ভাল লাগে না

তাহের। তবে তার নাম "দালিয়া", বটেছ?

শাহ। এঁ্যা— দালিয়া দালিয়া— হ্যাঁ কি কি ?

তাহের উঃ একেবারে গলায় যে দই বসে গেল।

শাহ তাহের, তাহের তোমায় মিনতি কচ্ছি বল কি ব্যাপার

তাহের ব্যাপার খুব সোজা। দালিয়া বলে কে একজন দানা দৈত্যি, কে সেই মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে খুব আসনাই করে।

শাহ কার সঙ্গে ?

তাহের আরে ঐ যে শা সুজার ছোট মেয়ে যেটা আলনাশা জেলের বাড়ীতে রয়েছে।

শাহ হ্যাঁ হ্যাঁ ত ত কি হয়েছে ? কোন মেয়েটা ?

তাহের ঐযে মেয়েটাকে, জেলেরা তিন্নি না সিন্নী বলে, যার আসৎ নাম আমিনা।

শাহ সত্য বলছো, না, রহস্য করে আমার মন বুঝছো ?

তাহের। আমিতো সরল প্রাণে বলে খালাস তুমি যা ইচ্ছে তাই বোঝনা।

শাহ কি বল্লে ? সে মেয়েটার নাম তিন্নি ?

তাহের আর তার আস্নায়ের লোক নাম "দালিয়া"

শাহ। সেই স সুজার কন্যা ?—

তাহের এই রকম তো তার নিজের মুখে শোনা যায় ;

শাহ সে তোমায় বল্লে ?

তাহের। না আমায় বলবে কেন, আমিত আর পীর নই যে, এক লহমায় গিয়ে তাকে যাদু করে সব সত্য কথা বলাব

শাহ তবে কিসে প্রমান পেলে ?

তাহের খোদার মর্জ্জি। দেখলুম একটা ছুঁড়ি রাজা রাজড়ার ঘরের মেয়ের মতন চেহারা, জেলের বাড়ী খুল্‌সছে। জিজ্ঞা

কল্লুম কেন গা, বল্লে আমার বোন সেখানে আছে আমি সন্দেহ করে, তার কাছ থেকে সরে, গিয়ে, তার পেছু নিলুম, সে মেয়েটা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে ওই আলনাশা জেলের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একটা ঝোপের ভিতর আস্ত না নিলুম ঐ তিনি বলে মেয়েটা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যেটা এসে জুটলে সেটা তার বোন্, কথা বার্তায় দুজনে বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, যে তারা সা সুজার মেয়ে, তোমার বাপের কাছে এসেছিল, তোমার বাপ তাদের বাপকে মেরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি যে গুলো বলেছিলে, ঠিক বেবাক মিল্‌ল

শাহ এ দালিয়ার কথা কোথা থেকে জানলে ?

তাহের সে কথা শুনে আর কাজ কি ?

শাহ কাজ আছে বই কি, না হলে তো মায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব কেন ?

তাহের ঐ আলনাশা জেলের এক ব্যাটা হ্যালা ক্ষেপা ছেলে আছে তার নাম মেসর বুঝ্‌লে ?

শাহ হুঁ আর বল্‌তে হবে না

তাহের বাঃ -ঝাঁকটুকু টপ্পায় সেরে নিলে বেশ বেশ এখন দালিয়ার সন্ধানটা করতে হবে কি না ?

শাহ না, তার সন্ধানে আর প্রয়োজন কি ?

তাহের তা অনেকক্ষণ বুঝেছি

শাহ কি বুঝেছ ?

তাহের তোমায় বলবো কেন ?

শাহ ম'—না বল না কি বুঝেছ ?

তাহের দালিয়াব সন্ধান আমি করেছি

শাহ সত্যি নাকি কোথায় কে সে বল দেখি ?

তাহের তাকে এনে দোবো ?

শাহ দাও না

তাহেব চল [শাহজেনানকে টানিয়া]

শাহ একি আমাব টানছ যে ?

তাহেব তা, কাকে টান্‌ব বল ?

শাহ কোথায় নিযে যাবে ?

তাহেব তোমাব ঐ বড় আয়নার কাছে।

শাহ কেন ?

তাহেব তুমি যে দালিযাকে দেখতে চাইলে।

শাহ আমি কি দালিযা ?

তাহেব। তুমি কি না বলতে চাও নাকি ?

শাহ কে বলে তোমায ?

তাহেব তোমার ঐ মুখ চথেব ভাব, তোমাব কথাবার্ত্তা, তোমাব ঢোক গেলা, আর আমাব বুদ্ধি, আমাব চোবা বিদ্যে, আমার দেশ পূজ্য মেধা—

শাহ তুমি কি ক্ষেপলে নাকি ?

তাহেব আশ্চর্য্য কি ? ক্ষেপার সঙ্গে টন্‌টনে থাকলে—তাদেও ক্ষেপতে বড় দেরি হয না যা হোক বন্ধু তুমি খুব ছেলে, এদিকে বলা হয় তুমি আমার সহোদবেব অধিক, তুমি আমাব স্থান ত্যাগ কত কি ! একখানা রুটী থাকলে আধখানা তোমার, আধখানা কাপড়েব ঐ ভাব,

একখানা ঘরের আধখানা পাঁচীল আমাকে দাও, কিন্তু দাদা! যেই একটু মেয়ে মানুষের সঙ্গে আসনাই হয়েছে আর বন্ধুত্বের গোড়ায় অমনি লম্বা ঝাটা, অমনি লুকো চুরি

শাহ মার্জ্জনা কর তাহের! আমি তোমার নিকট বিশেষ অপরাধী তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেই আমার এই দুর্দ্দশা খোদা আমাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন, তাহের যথার্থই তুমি মানুষ নও দেবতা, তুমি যে সংবাদ আমায় এনে দিলে, তার বিনিময়ে আজ সমস্ত আরাকান সাম্রাজ্য তোমাকে দিলেও তার পুরস্কার দেওয়া হয় না তাই আমিই ছদ্মবেশী দালিয়া, একদিন নদীর ধারে ভ্রমণ করতে গিয়ে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যময়ী ধীবর কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হই লজ্জায় সে কথা আমি এতদিন তোমার কাছে গোপন করেছিলুম মনকে অনেক বাধবার চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু পারিনি শেষে তাকে একবার শুধু চখের দেখা দেখবার জন্য উন্মাদের বেশে গোপনে দালিয়া নামে পরিচয় দিয়ে, আলনাশার গৃহে যাতায়াত কল্লেম, আমার কিন্তু প্রথম হতেই সন্দেহ হয়েছিল তিনি কখনই নীচ বংশ সম্ভূতা ধীবরের কন্যা নয় কিন্তু অদ্য বধি অভাগিনি আমার নিকট তার পূর্ব্ব কাহিনী কিছুই ব্যক্ত কর্বেন বড় শুভক্ষণে তোমার নিকট সা সুজার সমস্ত কথা বিবৃত করে কন্যা দুটীর সন্ধানে তোমায় পাঠিয়েছিলুম, আমার হাতে তুমি স্বর্গের চাঁদ ধরে দিলে

তাহের তা'তো দিলুম এইবার মই লাগিয়ে চাঁদ দুটীকে পেড়ে আনবার ব্যবস্থা কর

শাহ সেজন্য ভাবনা নেই কিন্তু কি আশ্চর্য্য সংঘটন. তিনি সা সুজার কন্যা, বহমৎকে এখন এ কথা বলে কাজ নেই আমি একবার সেখানে যাই

তাহের তা যাও মদ্যাৎ আমার কথাটা ভুলে গেলে কি দাদা ?

শাহ রঙ্গিলা আমার সহোদরার অধিক, তোমার মতন উপযুক্ত পাত্র ছাড়া কে তাকে লাভ কর্ত্তে পাবে ভাই এস তোমার সঙ্গে আরও একটু পরামর্শ আছে

তাহের ঐ বুঝি ছুঁড়ির দল আস্‌ছে একটু দাঁড়িয়ে গেলে হয় না ?

শাহ আচ্ছা, আগে কাজটা সেরে তারপর তুমি এস ;

তাহের তা, চল চল

(তাহের ও শাহজেনানের প্রস্থান ও
রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা ছি—ছি আমার কি অন্যায়. আমি সময় সময় নিজের অবস্থার কথ ভুলে যাই, ছিলুম বাঁদী, শাজাদা দয়া ক'রে একটু আদর করবেন বলে একেবারে এতটা নির্লজ্জ হওয়াটা ভাল হয়নি, এত সুখ কপালে সইলে হয় তুমিও যেমন যতদিন সুখ আপনা হতে আসে, ততদিন না করি কেন ; আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে যখন বারণ নেই—তখন গোমড়ামুখি হয়ে বসে থাক্‌লে কি খুব বুদ্ধির কাজ ? কিন্তু তাহের কি মনে ভাবলে ? ছি ছি ছি—যেই ডেকেছি অমনি একেবারে এসে হাজির। মিনষে যে আমায় একটু ভালবাসে—তাতে আর কেহানও সন্দে

নেই কইলো! তোরা কোথায় গেলি—আমি যে একা পড়লুম

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

[বাঁদীগণের গীত]

ধরা দিলে ধরা পাবে না।
কঁ দিলে কাঁদাতে পারিবে না ॥
যদি মন পেতে চাও, গোপনে যতনে মন লুকাও,
তুমি সাধিলে তুমি কাঁদিলে
সেতো সাধিবে না—সেতো কাঁদিবে না।
কথা কহিলে জ্বালা জানালে সে প্রাণে বুঝিবে না

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ—অদূরে আলনাশার কুটির]

জুলিয়া।

জুলিয়া জটিল রহস্য! কিছুইত বুঝে উঠতে পারলুম না। আমিনার এই পরিবর্ত্তন দেখ্‌বো তাতো কখন স্বপ্নেও ভাবিনি ভারত বিখ্যাত সম্রাট শা-সুজার কন্যা—আমার সহোদরা আমিনা দুনিয়ার সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য বাসনা পরিত্যাগ ক'রে জন্মদাতা পিতার শোচনীয় পরিণামের বিষয় বিস্মৃত হয়ে হৃদয়ের যত দুঃখ যত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা ক'রে অম্লানবদনে, এমন হীনাবস্থায়

মহাসুখে দিনযাপন কচ্ছে আর আমি অন্তরে দারুণ প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত ক'রে পিতৃহন্তারে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে উন্মাদিনীর মত দুনিয়ায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। ভেবেছিলুম আমিনাকে সঙ্গিনী পেলে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিহিংসা ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্যোগ কর্‌বো কিন্তু দেখ্‌ছি বিধাতার নিদারুণ বিড়ম্বনা আমিনার আচরণে আমি ক্রমে যেন আরও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ছি চাই না চাই না—আমিনার সহায়তা—চাই না সহোদরার সহানুভূতি রহমৎ আমার জীবনদাতা, রহমৎই আমার একমাত্র ভরসা, রহমতের পরামর্শ, মন্ত্রণা বুদ্ধিই আমার একমাত্র অবলম্বন মনে কর্‌বো জ্যেষ্ঠা ভগ্নির সঙ্গে, পিতার সঙ্গে আমিনাও দুনিয়া থেকে সরে গেছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ যদি নসীবে থাকে তো একা আমার দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত হবে শাজাদা কুল কলঙ্কিনী—অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীনা—বিশ্বাসঘাতিনী আমিনার দ্বারা জগতের কোন্ কর্ম, কোন্ উপকার হতে পারে? এখন একবার রহমতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে হয় সুচতুর প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ রহমৎ আবার কোন বাজ সংসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়ে—অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে

[দালিয়াবেশী শাহজাদের প্রবেশ এবং পশ্চাৎ হইতে জুলিয়ার চক্ষু টিপিয়া ধরণ]

জুলি উঃ কেরে?

দালিয়া এঁ্যা কে? বা—চলে তুমিও তিমি নও

জুলিয়া। বেতমিজ—বদবক্ত—অসভ্য, কে তুমি?

দালিয়া আমি—হা হা—হা আমি যে দালিয়া

জুলিয়া দালিয়া কে ?

দালিয়া ওহো—হো তুমি ত আমাকে চেন না তিন্নি জানে—তিন্নি আমাকে খুব জানে আমিও তিন্নিকে খুব জানি তিন্নি কোথায় ?

জুলিয়া আমি জানি না তুমি ফস্‌করে এসে যে বড় আমার চোখটা টিপে ধর্‌লে ?

দালিয়া তা ধরেছি ত তুমি এত রাগ কচ্চ কেন ? আমি চোখ টিপে ধরলে কারুর ব্যাথা লাগে তাতো আমি জানতুম না

জুলিয়া কেন তুমি পীর নাকি ?

দালিয়া না আমি দালিয় আমার হাত কেমন নরম এই দেখনা দেখনা তুল্‌ তুল্‌ করছে

জুলিয়া আর হাত দেখিয়ে কাজ নেই সবেপড় ভাল বিপদ !

দালিয়া তুমি রাগ কচ্ছ কিন্তু তিন্নি তো রাগ করে না ! সে কত হাসে কত আমোদ করে . আমিও কত হাসি কত আমোদ করি

জুলিয়া আমার মাথ আর মুণ্ডু কর আমোদ আহ্লাদ কর তিন্নি মিন্নির সঙ্গে কোরো , আমার কাছে ও সব পাগলামি খাটবে না

দালিয়া কেন ? তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে না ?

জুলিয়া পোড়াকপাল সকলে তো আর তিন্নির মত নির্ঘিন্নে নয় . বলি তুমি ঐ সুঠাম মূর্তি নিয়ে তিন্নির কাছে জুটলে কোথা থেকে ?

দালিয়া তিন্নিই জুটিয়েছে—খোদা জুটিয়েছে—আমার দুটো চোক জুটিয়েছে. আমার হাত পা জুটিয়েছে।

জুলিয়া এখানে থাক কোন্ চুলোয়?

দালিয়া ঐ কৈলুগাছের মটকায়. হা—হা—হা—

জুলিয়া মুখে আগুন আবার রসিকতা টুকু করা আছে! গাছে থাকবারই যোগ্য বটে তুমি!

দালিয়া হুঁ হুঁ এইবার তুমি আমায় ভালবাসছো—হুঁ হুঁ আমি বুঝিছি! এস না নদীতে একটু সাঁতার কাটি

জুলিয়া খবরদার—সরে যাও বলছি

দালিয়া ও বাবা একি—তুমি মেয়েমানুষ নও?

জুলিয়া কি রকম বুঝছ?

দালিয়া বুঝছি তুমি কাপড় পরেছ মেয়েমানুষের, কিন্তু গলার আওয়াজ যাচ্ছ যেন টাট্টুঘোড়া!

জুলিয়া হ্যাঁ, বুঝেছ তো. বেশী কাছে এলে এমন চাট্ মার্‌বো যে হাড় গুড়ো হয়ে যাবে

দালিয়া। চাট্ মার আমি সইতে পারবো। কিন্তু যেন কামড়ে দিও না, কিন্তু দেখ—তুমি যেমন টাট্টুই হও না কেন আমি একবার তোমায় যদি লাগাম পরাতে পারি, খুব হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াই।

জুলিয়া। বটে! পাগলামির ভেতর আবার বদমায়িসীটুকু বেশ আছে যে দেখছি

দালিয়া। একটু ভাবসাব হোক না—আর কত কি দেখ্‌বে

জুলিয়া আর ভাবে কাজ নেই,—যা হয়েছে তাতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দালিয়া   তোমার প্রাণ আছে ?

জুলিয়া   ছিল বটে কিন্তু এখন আর নেই বলে বোধ হচ্ছে

দালিয়া   কে নিলে ? আমি বুঝি ?

জুলিয়া   নিকাশে হিঁয়াসে

দালিয়া   কেন ? প্রাণ দিয়েছ তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ? কষ্ট পাবে যে

জুলিয়া   দেখ, এখনও বলছি যদি ভাল চাও তো আমার সমুখথেকে সরে যাও

দালিয়া   কেন ? আমার দেখতে ভাল লাগছে না এস না আর একবার চোখটা টিপে ধরি তা হলে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না

জুলিয়া   এখনও বকছ ? মজা দেখবে ?

দালিয়া   টিপে ধরবে চোখটা ? আচ্ছা একবার দেখ খুব আলতে আলতে হাত দেব একটুও লাগবে না

জুলিয়া   কোথেকে এ আপদ জুটলো গা

দালিয়া   দেখ, তাম বড় সুন্দর তিনি নরম হলে সুন্দর দেখায়, আর তুমি যত রাগচ তত যেন তোমার মুখখানা ফোটা টাটকা গোলাপ ফুলের মতন হয়ে উঠছে তুমি ভিতরে কে ?

(যামিনার প্রবেশ)

যামিন   এই যে দালি ! এসে উপস্থিত হয়েছে কি দিদি তুমি রাগ করছ কেন ?

জুলিয়া   কি ঝকমারি করেছ ভাই তোমার সঙ্গে দেখ বর্ত্তে

এসেছি আমার চারিদিকে জ্বালা

দালিয়া। হা হা হা—সব জ্বালা? আমি ছোট জ্বালা। তিন্নি মস্ত জ্বালা—আর উনি জলের জ্বালা

আমিনা দিদি ওর কথা তুমি কিছু মনে করোনা, ওকি আর একটা মানুষ! ও একটা বুনো হরিণ

দালিয়া হ্যাঁ ঠিক বলেছ তিন্নি, এমন ছুটে পালিয়ে যাবো যে এই বাঘিনী [জুলিয়াকে দেখাইয়া] হাজার লোক দিয়েও আমাকে ধরতে পারবে না

আমিনা। চুপ কর আহাম্মক। সব কথায় কথা কোয়োনা? দিদি মাপ কর ভাই ও যদি কিছু বেয়াদপী করে থাকে, আমি ওকে শাসন করে দোবো। দালিয়া। তুমি কি করেছিলে?

দালিয়া। আমি এখনি খপ্ করে ওর চোখ টিপে ধরেছিলুম। বেশী জোরে না—খুব আস্তে আস্তে, আমি মনে করেছিলুম তিন্নি তুমি? চেহারাটা দেখে কেমন চখে ধাঁদা লেগে গিয়েছিল। ও বাবা চেয়ে দেখি তিন্নি নয়—একেবারে মস্ত অজাগর।

আমিনা ফের্! ছোট মুখে বড় কথা? আর কবেই বা তুমি তিন্নির চোখ্ টিপে ধরছ? তোমার তো সাহস কম নয়?

দালিয়া তা তুমি রাগ কচ্ছ কেন তিন্নি? চোখ্ টিপ্তে তো বেশী সাহসের দরকার করে না; বিশেষতঃ আগেকার অভ্যাস থাকলে কিন্তু সত্যি বলছি তিন্নি আজ ওর চোখ রাঙ্গান দেখে একটু ভয় পেয়েছিলুম! উঃ ঐ দেখ না

এখনও কি রকম কট্ মট্ করে চাইছে—যেন চোখ দুটো জ্বলেছে হাঁ হাঁ হাঁ

আমিনা না তুমি দিন দিন আরও বর্ব্বর হয়ে উঠছ সাজাদির সুমুখে দাঁড়াবার যোগ্য নও তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে তুমি জান উনি কে ?

দালিয় হঁ্যা তা—আর জানি না ?

আমিনা কে বল দিকি !

দালিয়া। আমার নানী !

আমিনা আবার রহস্য ?

দালিয় না রহস্য কেন ? নানী না হলে অমন স্বপ্ন দেখায়, অমন সকল কথায় খিঁচোতে আসে ?

আমিনা উনি শাহাজাদী ! ওঁকে—অমনি করে সেলাম কর

[সেলাম দেখাইয়া দেওন]

দালিয়া [হাস্যজনক অনুকরণ] এই রকম তো ?

আমিনা। দূর মূর্খ। এমনি করে' ঘাড় নিচু করে' সেলাম কত্তে কত্তে তিন পা পেছু হঠে এস

[দালিয়া পেছু হাটিতে হাটিতে ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে জুলিয়ার ঘাড়ে পতন]

জুলিয় দূর হ—কমবক্ত. এ সব কি হচ্ছে আমিন আমার এ রঙ্গরস একদম ভাল লাগছে না হয় ওকে এখান থেকে বিদায় কর্—নয় তো আমি অন্যত্র যাই.

আমিনা না—না—দিদি ! তুমি রাগ করোনা আমি ওকে

এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি দালিয়া তুমি যাও একটু আনন্দ ঘরের কাজ কর দেখি চুল্লিতে আগুন দিয়ে এসেছি আগুনটা জাগিয়ে রাখ'গে

দালি। তুমিও চলনা তুমি আমি দুজনে মিলেমিশে খুব সন্মানে আগুন জ্বালাব এখন

আমিন না আমার দিদির সঙ্গে একটু কাজ আছে

দালিয়া ও বাবা ও তে যাব দিদি?

আমিনা হঁ্যা ওর সঙ্গে দুষ্টুমি কর কি ভাল?

দালিয়া তবে ও দালিয়াকে দেখে অত রাগ কচ্ছে কেন?

আমিনা তোমার আচরণে এখন তুমি যাও

দালি। ওকে আমার সঙ্গে আসতে বলনা তা হ'লে আগুন আপনিই জেগে থাকবে—বাতাস দিতে হবে না কাটও দিতে হবে ন

আমিনা তুমি অমন করবোতো আর তোমার সঙ্গে আমি কথা কইবো না

দালিয়া হঁ্যা তা আর তোমায় পারতে হয় না? আমি ধুপ করে' এসে যদি গলা জড়িয়ে "তিন্নি" বলে ডাকি তা হলে' তুমি অমনি গাঙ্গের জল হয়ে যাবে

আমিনা বড় বাড়াবাড়ি করে যাও বলছি?

[দালিয়ার নিঃশব্দে প্রস্থান]

আমিনা দিদি রাগ করিস্নে ভাই এখনকার মানুষগুলো এই রকমের হাড় জ্বালাতন হয়ে গেছে জ ম'র—

জুলিয়া [স্বগতঃ] তোমার মুণ্ডু হয়েছে হাড় জ্বালাতন হয়েছে [প্রকাশ্যে] আমিনা! তুই মুখে ঐ কথা বলছিস্

বটে কিন্তু তোর মুখের ভাবে, তোর ব্যবহারে তার তো লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না বরং অনেক বিষয়ে এখনকার মানুষের ওপর তোর কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখ্‌তে পাচ্ছি সত্যি আমিন—তোর রকম দেখে আমি যেন অবাক হয়ে গেছি একজন বাহিরের—কে কোথাকার পরপুরুষ এসে তোর অঙ্গস্পর্শ করে এতবড় তার সাহস

আমিনা বলতো বোন্ একি বড় অত্যাচার? যদি কোন বাদ্‌শা কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার কর্ত্ত তবে তাকে অপমান করে' দূর করে' দিতুম

জুলিয়া বলিস্ কি আমিনা সত্যিই কি খেপেছিস্ না কি? তোর কথার ভাবতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, তবে কি তুই যে বলেছিলি পৃথিবীটা তোর আজকাল বড় ভাল লাগ্‌ছে সে ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্যে?

আমিনা তা সত্যিকথা বলি দিদি ও আমার অনেক উপকার করে ফুলটা ফলটা পেড়ে দেয় শিকার করে' আনে—একটু কিছু কাজ কর্ত্তে ডাকলে ছুটে আসে অনেকবার মনে করি ওকে শাসন কর্ব্ব কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা যদি খুব চোখ রাঙিয়ে বলি—'দালিয়া" তোমার ওপর আমার বড় রাগ হয়েছে দালিয় মুখেরদিকে কেমন সরল ভাবে চেয়ে—নিঃশব্দ হাসতে থাকে এদের দেশে পরিহাস বোধ হয় এই রকম সব; দূর বলে মারলে ভারি খুসি হয়ে ওঠে তাও পরীক্ষা করে' দেখেছি দেখগে যাও—ঘরে চুরি জ্বেলে রাখতে বলেছি; বড়ই আনন্দে কাজে লেগেছে ঘর খুললেই দেখতে পাবে—মুখ চোখ লাল

করে' মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। একে নিয়ে আমি কি করি বলতো বোন্। আমি তো ভাই আর পেরে উঠিনা।

জুলিয়া তুই পেরে উঠছিস্ না—ভাল—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—দুদিনে ওকে ঠিক্ করে' দিই

আমিনা তোর দুটী পায়ে পড়ি বোন্! ওকে আর তুই কিছু বলিস্‌নি ও আমার বড় সাধের পোষা হরিণ এখনও ওর বন্যস্বভাব দূর হয়নি। আমার সদাই ভয়—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখ্‌লে ভয় পেয়ে নিরুদ্দেশ হয়—আর না আসে—

জুলিয়া নাই এল বা তাতে তোর কি এল গেল?

আমিনা দিদি! পোষা প্রাণীর উপর কতকটা প্রাণের মায়া পড়ে—তা যে কখনো না পুষেছে—সে জান্‌তে পারেনা সে যত জ্বালাতনই করুক—যত কামড় ক্—ঠোগ্‌রাগ্‌ গা হাত আঁচড়াগ্—ততই মায়া বৃদ্ধি হয়—

জুলিয়া। এ বনের পাখিটি পেলি কোথায়?

আমিনা আপনি এসে ধরা দিয়েছে, সাধ করে' এসে আমার মায়ার শৃঙ্খল পায়ে পরেছে—আমাকেও মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে!

গীত

(আহা) সে যে বড় ভালবেসেছে
মুখ চেয়ে ব্যথা পেয়ে আঁখিজলে ভেসেছে॥
(সে) লাঞ্ছনা গঞ্জনা বিরহ বেদনা
(জেনে) বিফল সাধন তবু সেধেছে

কত সয়ে সয়ে—লোকলাজ ভয়ে
বুক জ্বলে মুখে হেসেছে

জুলিয়ার গীত

ভালবাসা বড় জ্বালা দিওনা দিওনা মন।
সহিতে দহিতে বুঝি রমণী জীবন
আদরে আপন ক'রে, লইবে হৃদয়পরে,
অযতনে অনাদরে শেষে শুধু জ্বালাতন
পায়ে ঠেলে যাবে চলে, ভাসিয়ে নয়নজলে,
রবে দূরে অবহেলে তবু মন উচাটন

(আমিনার প্রবেশ)

আলি তিন্নি! আজ দুদিন তুই গাঙ্গে মছ আনতে গেলিনে কেনরে বেটী তোর শরীর ভাল আছেতে?

আমিনা বাপ্! আমার দিদি এসেছে—তাই দুদিন ছুটী নিয়েছি

আলি ইয়া রসলুল্লা তোবা—তোবা তোর আবার দিদি কেরে?

জুলিয়া এই যে আমি।

আলি আরে ক্যাবাৎ! বাহবা লেড়কী, তুই আবার কোথায় ছিলি? ওলেন ভেতর নাকি?

জুলিয়া না—আগুন থেকে উঠে এসেছি।

আলি বটে! খুব বেঁচেছিস তো! তোকে কে আগুন থেকে ওঠালে?

জুলিয়া। খোদা!

আল গা হাত পোড়েনি তো ?

জুলিয়া বাহিরে পোড়েনি। ভেতরে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে

আল। এ্যাঁ, কৈ, কোথায় ? বলিস্ কি ?

জুলিয়া কলিজায় আগুন লেগেছে, সে আগুন এখনো জ্বল্‌ছে ধূ ধূ জ্বল্‌ছে, সহজে নিব্‌বে না।

আল উঃ—তবেতো তোর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে

জুলিয়া বড় যন্ত্রণা বৃদ্ধ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা এত যন্ত্রণা যে বোধ হয় আর আমি সহ্য কর্ত্তে পারবো না

আল। এঃ—তাইতে তাইতো আমাকে বলিস্‌নি কেন ? আমি এখুনি এমন ওস্তাদ—দাওয়াই দিয়ে দিতুম যে এক লহমায় জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো !

জুলিয়া সে দাওয়াই তুমি দিতে পার্ব্বে না আমি জানি এক জায়গায় সে দাওয়াই আছে তাই আন্‌বার জন্য লোক পাঠিয়েছি নিজেও খুব প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছি

আল তা—সে কথা যাক্ তুই কাজ—কাম কিছু জানিস্ ?

আমিনা বাব ! দিদির হয়ে, আমি কাজ করে' দোবো দিদি কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পার্ব্বে না

আল তাতে বুঝতে পাচ্ছি এতবড় মেয়ের নিয়ে ওকে কাজকর্ম্ম কর্ত্তে বলিই বা কি করে' ? তা কাজকর্ম্ম যেমন হোক্—হবে এখন মোদ্দাৎ তোর দিদি থাক্‌বে কোথায় ?

জুলিয়া কেন—আমিনার কাছে ?

আল কার কাছে ?

আমিনা এই আমার কাছে. তিন্নির কাছে বুঝেছ ?

আল — তবেই তো মুস্কিল থাকাতে যেন হ'ল নিত্য খাবে কি ?

জুলিয় — বৃদ্ধ সে ভাবনা তোমায় ভাব্তে হবে না আমি এতটা মূর্খ নই যে দীন দরিদ্র তোমার —তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো আমার উপায় না ক'রে আর এখানে আসিনি আপাততঃ এই স্বর্ণমুদ্রাটি নিয়ে যাও, আবার যখন ফুরোবে আমাকে ঠিক সময়ে খবর দিও

আল — ইস্ তাইতো তুই কোন্ আমীর ওম্রাহের মেয়ে হবি। একেবারে এক কথায় সোনার চাকি ফেলে দিলি ?

আমিনা — বাবা আর কোন কথা কয়োনা অনেক বেলা হয়েছে তুমি কাজে যাও

আল — হ্যাঁরে তিমি। আজ দালিয়া আসেনি ?

আমিনা — এসেছে

আল — কোথায় গেল ?

আমিনা — সে বড় উপদ্রব কচ্ছিল তাই তাকে আমি ঘরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি

আল — আহা তাকে কিছু বলিস্নি যদি বিরক্ত করে একটু সয়ে থাকিস্ অল্পবয়সে অমন সবারই একটু দুরন্ত হয়ে থাকে বেশী শাসন করিস্নি কাল একটা থলু দিয়ে আমার কাছে তিনটে মাছ নিয়েছিল

জুলিয় — থলু কি রে আমিনা

আমিনা — এ দেশের লোক স্বর্ণমুদ্রাকে থলু বলে তা বাবা তুমি সে জন্য ভেবনা তোমার যখন দরকার হবে আমি

বোলো—আমি তার কাছ থেকে খলু আদায় করে দেবো একটীও মাছ তাকে দিতে হবেনা

আল বটে বটে—এমন বাগিয়েছিস্? তাতো হবেই—তাতো হবেই এমন জোড়া জোড়া সোনার চাঁদ যেখানে, সেখানে সোনার চাকির অভাব কি? কত লোক শুব দেখ্‌বে আর থাল ভরে ভরে খলু দিয়ে যাবে—বেটী! তুই খুব হুঁসিয়ার তোর বিষয় বুদ্ধি খুব আমার লেড়্‌কাটাকে একটু সেবনা করে' দিতে পারিস্, মোদ্দাৎ তোদের কাছে আস্‌তে দিস্‌নি ত হলে ওর মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে—এলেই তাড়া দিবি—

আমিনা। তা আর বল্‌তে!

আল আচ্ছা আমি তবে একবার হাটে যাই, ওই মেসরু বেটা কেবল কাজ কামাই করে' বেড়াচ্ছে—বেটা গেল কোথায়, দেখি গাঙ্গে গেছে কি না

(প্রস্থানোদ্যত ও অকস্মাৎ মেসরুর প্রবেশ)

মেসরু [আলনাশাকে না দেখিয়া] হুঁ হুঁ বাহোবা বাহোবা আজ আবার দুটো তিন্নি [আলনাশাকে দেখিয়া জিব কাটীয়া] ইয়া আল্লা বাবা হেথায়?

আমিনা বাবা এই যে মেসরু এখানে?

আল এঁ্যা কই কই! ওরে বেটা পাজি বদমাস্ উল্লু গাধা

মেসরু এঁ্যা এঁ্যা আমি জাল খুঁজ্‌তে এসেছি—

আল জাল খুঁজতে বনবাদাড়ে এসেছ? এখানে কি জাল বোনা হচ্ছে? আজ তোর পিটের ছাল তুলে দোবো জানিস্ বেকুব—

মেসরু তা জানি! আমি জাল খুঁজতে আসিনি আমি নৌকার দড়ী নিতে এসেছি

াল বহিনের কাছে নৌকার দড়ী কিরে ব্যাটা বেরো বল্‌ছি কাজে যা—

মসরু বহিনের কাছে আস্‌বো না?

আল খিদে পেলে আস্‌বি, দরকার হলে আস্‌বি মুফ্‌তো মুফ্‌তো এসে খাড়া হস্‌' কেন বদ্‌তো নচ্ছার

মেসরু। আমার খিদে পেয়েছেই তো! আরও অনেক দরকার ছিলই তো—

আমিনা দরকার থাকবে বই কি? বহিনকে যত অকথা কুকথা বল্‌বে এই দরকার

আল এঁ্যা সে কি! তিন্নি। তোকে ব্যাটা কুকথা বলে? বল্‌তো শালার-ব্যাটার জিবটা আমি টেনে উপাড়ে নিই —

মেসরু আল্লার কসম ও ঝুটা বল্‌ছে বাপ। আমি কি এমন কথা বল্‌তে পারি, ও আমার বহিন আমার বাবাকেলে বহিন।

আল আর দ্যাখ্‌ [জুলিযাকে দেখাইযা] এ তোর বড় বহিন! খুব হুসিয়ার, একেও যেন কোন রকম অখান্তির করিস্‌নি—

মেসরু তবে কি কর্ত্তে হবে! ওকেই বা কি রকম কর্ত্তে হবে একেই বা কি রকম কর্ত্তে হবে!

আল একে দেখবি বাবা—ওকে দেখবি চাচা

মেসরু। আর তোমার দেখব ফুফু?

আল। চুপ র‍্যাও উল্লু! আমার সোজা কথা শোন্‌ তুই এদের

দেখলে বিশ হাত তফাতে থাকবি, যদি এক হাত গাঁয়ে এসেছ শুনি তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে।

আমিনা — না তা কেন? যেমন ভাই বোনে এক বাড়িতে মিলেমিশে থাকে সেই রকম ভালভাবে একত্রে বাস করবে।

মেসক — ঐ যে নবাব শেখ ঐ ওর বলছে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে খেলা করবে আর তুমি বলছ বিশ হাত তফাৎ থাকবি, কার কথা শুনি বলতো —

আল — ওর বলুক আমি তোর বাপ তা জানিস?

মেসক — তা কি করে জানব? মা করবে গেছে তার সাক্ষি কে?

আল — আচ্ছা আমি তোর বাপ।

মেসক — তা যখন বলছ আমি তোর বলে না বললাম।

আল — আমার কথা তোর বাপ যে শুনবে।

মেসক — তা তুমি শোন নাকি কেন?

আল — যা এখুনি কাজে যা—বেরো—হতভাগা পাজি নিগ্রির যা তবু দাঁড়িয়ে রইলি যে ওদের দিকে এগুচ্ছিস যে?

মেসক — ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছি।

[আমিনার নিকট দিয়া গমন]

আল — না ওদিক দিয়ে যেতে পাবি না।

মেসক — আচ্ছা ফিরে যাচ্ছি।

[আমিনার নিকট দিয়া প্রত্যাবর্তন]

আল — যা এইবার সিধে নাক মুখে যা আমি হাট থেকে আসছি।

[একদিক দিয়া মেসকের ও অপরদিক দিয়া আলনাশারের প্রস্থান]

চুলিয়া ভাল এক পাগলের জায়গায় এসে পড়েছি বটে! সব আগাগোড়াই পাগল? একটারও মাথার ঠিক আছে বলেতো আমার বোধ হয় না

যামিনা সত্যি বলছিকি দিদি এই সমস্ত পাঁচরকম দেখে শুনে বেশ একরকম আনন্দে দিন কাটেনা? কেমন সরলতা, কেমন খোলা প্রাণ, যার মুখে যা এল তখুনি বলে ফেলে; প্রাণের ভেতর কোনও গোলমাল নেই; এরা কারও সর্ব্বনাশ কর্ত্তে চায় না জানেও না।

চুলিয়া নিজের প্রাণে ভাবনা চিন্তা না থাকলে দুঃখ কষ্ট না থাকলে ঐ সব বেশ লাগে বই কি। তোমায় আমায় একটু প্রভেদ আছে, তাই দু জনকার ভিন্নরকম আস্বাদন বোধ হচ্ছে

(দালিয়ার ফুলমালা ও ফুল সুশোভিত হইয়া পুষ্পমালা সুসজ্জিতা ধীবর কন্যাগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

চুলিয়া এ আবার কি ঢং।

দালিয়া তিন্নি। আজ আমার বিয়ে কর্ত্তে বড় ইচ্ছে গেছে! তাই তোর চুলির আগুন নিবিয়ে এদের নিয়ে ফুল পরে এসেছি

যামিনা বর কোথা পাবে?

দালিয়া বরে' আমার ঠিক লুকোনো আছে, এখন বার কর্ব্বোনা তিন্নি তুমি ফুল পরনা তোমাকে বেশ মানাবে!

যামিনা না না এখন কাজকর্ম্মের সময় ওসব ছেলেমানুষি করে না—

দালিয়া কেন ? এওতো একটা কাজ তুইও কেন বিয়ে করা শেখ্না.

আমিন আমি বিয়ে কর্ব্ব না ?

দালিয় হ্যাঁ হ্যাঁ তের যে বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি বিয়ে কর্ব্বে ? [জুলিয়াকে দেখাইয়া]

জুলিয়া কাকে ?

দালিয়া এই — [নিজকে দেখাইয়া]

জুলিয়া চুপ রও — আর অমন কথা বোলোনা — এখুনি চোখ গেলে দেব

দালিয়া আচ্ছা আমাকে ধমক দিলে ? আমি এইখানে বর সেজে বোসলুম মনে মনে তোমাদের দুজনকে প্রাণের ভেতর কনে সাজিয়ে বসিয়ে মনে মনে বিয়ে করি. এই তোরা মিলনের গান গা তো এই নে আরও থল্ নে কত থল্ চাস্ এই দিচ্ছি নে

[স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইয়া দেওন ও ধীবরকন্যাগণের কুড়াইয়া লওন]

গীত

এসেছে নাগর প্রেমেরই সাগর অবলাজীবন নাশিতে
প্রাণতে দেবেনা এ বড় ছলন এসেছে সুধু প্রাণ নিতে
ও কেমন হাসে, ও কি চোখে চায়,
সরল পাইয়ে ছলে না ভুলায়, হাসি হাসি মুখে দাগ দেয় বুকে,
(তবু) যেচে প্রাণ চায় না যে লুটাইতে
কি জানি কি নেশা, কি যে হয় মাদরা,
জ্বর জ্বর কায হয়েছি অধীরা,

কি ভাবে লো এ না—কি আলো জ্বালিল
পাগল সাজিল পাগল করিতে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যানবাটী লতাকুঞ্জ

(সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ বাবা, কত চলই চালুচ্ছে কিছুই ধরবার ছোঁবার যো নেই; ও যদি পুরুষ মানুষ হ'ত তা হলে বোগ্দাদের খালিফের পদ পাবার উপযুক্ত বটে। কাছ দিয়ে সোঁ ক'রে চলে গেল একটী কথাও নেই বার্ত্তাও নেই যেন চেনেই না। আমিই বা কেন যেচে কথা কইব? যদি উত্তর না দেয় তা হলে দাঁড়িয়ে অপমান। কি করা যায়, একবার ভাবটা বুঝতে পাল্লে হয় যে—এ যেন ধাঁদায় পড়ে রয়েছি "প্রেম যাচই কি চাইন" যা হোক একটা কিছু বল্লে এপার ওপার হয়ে যায়। তাতো বল্বেনা—কেবল আমারই ধুকপুকুনি সার।

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

খোজা। বন্দেগি হুজুর আপনি কি এখানে রঙ্গিলা বিবির

জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন ?

তাহের এঁ্যা- এঁ্যা—কে রলিঙ্গাবিবি ! কই—তা—না

খোজা বি ব বলুলেন যে কে তাঁকে বল্লে আপনি নাকি তাঁর সঙ্গে একবাব দেখ কর্ব্বাব জন্য বড় উৎসুক হয়েছেন

তাহেব কেন, কি আমাব মাথাব্যাথ পড়ে গেছে ? পেটে কি আমার খানা তলাচ্ছে না ?

খোজা বেয়াদবি মাপ হয খোদাবন্দ ! তিনি জিজ্ঞাসা ক'বে পাঠালেন—আপনার কোনও জরুরি কাজ থাকে—তা হলে তিনি কিছুক্ষণ আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পারেন !

তাহেব আচ্ছ বাব তোমার বিবিকে জিজ্ঞাসা করগে দিকি কিসে তিনি এমনটা অনুধাবন কল্লেন ! তুমি তাঁকে বলগে যে, তাহের মিযা বিকেলবেলা একটু লতাকুঞ্জের হাওয়া খেয়ে শরীরটাকে চান্‌কে নিতে এসেছে মাত্র বঙ্গিলা টংঙ্গিলাব বড় খোঁজ খপর বাখেনা !

খোজা বহুৎআচ্ছা—সেলাম

[খোজার প্রস্থান]

তাহেব দেখছ একবার চালেব কথাবার্ত্তা ! ওরে বাবা ! সে কাঁচাছেলে আমি নই, আঁতের কথা না বুঝেসুজে ঝাঁ করে' প্রাণটা ছেড়ে দিযে লোকের কাছে অপ্রস্তুত হবে—তেমন বান্দা তাহের মিয়া নন হুঁ হুঁ বাবা ! বুঝতে কি আর পাচ্ছিনা চারে এসে কাতলা খাই মাচ্ছেন আমি ফাঁকা টান মাচ্ছিনা বাবা ! টোপটা গেলো—একটা সরল টান মাব্‌ব ব্যস—একেবারে ড্যাঙ্গায় তুলে দিয়ে পোলো চাপা ! ঐরে ছুড়ীর পঙ্গপাল

গিয়ে আস্‌ছে—আমিও একচাল চালি

[প্রস্থান]

(বাঁদিগণ ও রঙ্গিলার প্রবেশ)

গীত

(সই) কে সে বল বল, ওলো আঁখি হ'ল ছল ছল।
হৃদয়ের মাঝে জাগে অনুক্ষণ, বুকের উপরে রচিল আসন,
নয়নেতে শর করি বরিষণ কি জানি কোথায় গেল।
(আমি) আপনার মাঝে আপনহারা,
আপন সৌরভে আপনি সারা,
অকুল হৃদয়ে পাগল পারা (দেখি) সুখ চেয়ে দুঃখ ভাল

১ম বাঁদী। চল্ ভাই ঝরনার পাশে ঘাসের ওপর একটু বসিগে বেশ হাওয়া দিচ্ছে

২য় বাঁদি চল্ ভাই কাঁচপোকা ধরে টিপ্ পরিগে

৩য় বাঁদি চল্ ভাই মিনিসুতোর মালা গাঁথিগে

রঙ্গিলা হঁ্যা তাই গাঁথ নবাবজাদার ফুল ফুটেছে।

৩য় বাঁদি সত্যি সত্যি বলিস্ কি রঙ্গিল

রঙ্গিলা গোল করিস্‌নি তোরা একটু তফাতে থাক্ আমি পাকা খবর নিয়ে যাচ্ছি

[বাঁদিগণের প্রস্থান]

রঙ্গিলা মিন্‌সে ফুক্ করে' সবে পড়লো কোথায় বলদিকি! খুব ওস্তাদ বল্‌তে হবে মেয়েমানুষের বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা পুরুষেরও দেখছি তাই খুব একহাত খেলাচ্ছে যা হোক, মনে কচ্ছে আমি বুঝি ওর পেটের কথা বুঝবো

গাবিনা ছি ছি লোক পাঠানোটা ভাল হয়নি বিন্ধু, মনে ভাবলেতো—যে আমি ছুট্‌ফট্‌ কচ্ছি আমার লোকটাকে যখন অপমান করেছে—সে অপমানটা আমাকেও হয়েছে

(অপর খোজার প্রবেশ)

খোজা বহুৎ বহুৎ তস্‌লিমাৎ রঙ্গিলাবিবি মেজাজ আচ্ছাতো ?

রঙ্গিলা নেহি এক বদমবাচ্ছ মেরা মগজ বিগড় দিয়া

খোজা ইবাপীর খোদাতাল্লা হুকুম হয়তো কুছ দাওয়াই দেযাই ?

রঙ্গিলা তোম কা দাওযাই দেনে সেক্‌তা ?

খোজা আরে বিবি হামতো নমবখ্‌ত্‌, সে ক্যা আদমি হাম বোলায় দেও বোলে উন্‌কো তোম মাংতা ?

রঙ্গিলা উঁহ কাঁহা রাতা ?

খোজা নগিজ ; তোমাবিত দোস্ত্‌ লাগ্‌তা—

রঙ্গিলা উ কোন্‌ হ্যায় ? নামতো বাত ও

খোজা তাহের মিয়াসাহেব, বোলায়ে দেই ?

রঙ্গিলা কোন্‌ তুমকো বোলা ?

খোজা হাম্‌ পুছতা হ্যায় বিবি ও মিয়া—উধার ইধার ঘুমতা ফিরতা, তুমভি একেলা ইধার টল্‌ দেতা, দোনে মিলযাতা তো বড়া অচ্ছি হোতা

রঙ্গিলা [ইষ্টক প্রহার] নিকালো বদমাশ কুত্তা —কেন্‌ উন্‌কো মাংতা ?

খোজা [ভূমে পতিত হইয়া] আরে বাপ্‌রে—হাম আভি

মরখাতা

(তাহেরের পুনঃপ্রবেশ)

তাহের আহ—হা—হা—হা সেজিমিয়—এখানে কুব্‌ড়ো লোটাচ্ছ কেন বাপ্? কি হয়েছে?

খোজা আরে—হামকো জনে দেও সাহাব। এ রঙ্গিলাবিবি মেরাপর বড়ি খাপ্পা হুয়া তোম্ হামকো ভেজ দিয় আন্‌নে ইকো বোশনই কিয়া—ইএ গরীব এক ইট্টাসে আঁধাবিয়া দেখ

তাহের মর ব্যাটা কে তোকে এখানে পাঠালে? আমি বল্লুম, যে দেখে আয় দিকি নবাবসাহেব এসেছে কি না

খোজা হ্যাঁ—নবাব তো আবি বেগম হোকে মেরা জান্ মার্‌দিয়া; আরে বাপ ক্যা মুস্কিল

তাহের যা ব্যাটা উল্লু—পাজা [খোজার প্রস্থান]

হ্যাঁ ভাল কথা এই যে তুমি, রঙ্গিলাবিবি এখানে, ত আমাকে কি বল্‌ছিলে?

রঙ্গিলা এঁ্যা কে তুমি? ওঃ! তা হঁ্যা—আমাকে কিছু বল্‌ছ নাকি?

তাহের নাঃ তুমি আমাকে খুঁজছিলে।

রঙ্গিলা হ্যাঃ।

[উভয়ের আপনমনে পরিক্রমণ]

তাহের [আপনমনে] বেড়ে টুন্‌টুনি পাখিটা। ফুড়ুত ফুড়ুত ক'রে এ ডালে ও ডালে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে লুকিয়ে সিটী মাচ্ছে। লোকে বেশ বুঝতে পাচ্ছে—যে পাখিটা গা-ঝাড়া দিচ্ছে—ঐখানেই

আছে কিন্তু টুনটুনিবিবি ভাব্‌লেন, তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেনা—তার ড'ক্‌ৎ কেউ শুনতে পাচ্ছেনা—তার চালাকীও কেউ বুঝতে পাচ্ছেনা

রঙ্গিলা [আপনমনে] আমরণ! মাছরাঙ্গাটার রকম দেখ! পুকুরধারে গোচোরের মতন বসে' রয়েছে ১৭ আনা নজর জলের দিকে, কখন সুবিধে পাবে—আর অমনি লম্বা ঠোঁটের ঠোক্কর মেরে—একটা মাছ গেঁথে নিয়ে সর্‌বেন মনে কচ্ছে বুঝি জলে তার পোড়ামুখের ছায়া পড়ছে না হায়রে পোড়াকপাল চোরের ঐ রকম মনেই করে বটে

তাহের [ঐ] গোলাপফুলের ঢং দেখে আর বাঁচিনা হাওয়াতে হেলে দুলে হেঁসে ঢলে—আস্তে আস্তে আমার দিকে চেয়ে কত রঙ্গই কচ্ছেন মনে কচ্ছেন, আমায় দেখে লোভে পড়ে কষ্ট করে হাতে কাঁটা ফুটিয়ে গাছ থেকে তুলে নিয়ে—এসে বুকে করে' রাখবো—আমার তো বয়ে গেছে ঐখানে শুকিয়ে ঝরে মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি খাবে—তবে যদি একবার তুলে নিয়ে—খেয়াল করে' নাকের কাছে ধরি।

রঙ্গিলা [পূর্ব্ববৎ] দেখ দেখ ঐ উঁচুডালের কোণে পেয়ারাটার রকম দেখ। একরাশ পাতার ভেতর থেকে আমাকে উঁকি মেরে দেখছে দেখ! আরে মর—তোর আছে কি যে তোকে দেখে পাবার জন্যে আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠ্‌বে? তুই ডাঁসবি—পাক্‌বি—তোকে কাকে ঠোক্‌রাবে—চড়ুয়ে আচড়াবে—শেষে বাদুড়ে কামড়ে

মাটীতে ফেলে দেবে—আমি সকালবেলা উঠে এসে তোর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখবো—আর পায়ে দড়ি বেঁধে নর্দ্দমায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বো।

তাহের　দেখ ভাই রঙ্গিল। ক্রমে বড় মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ছো—

রঙ্গিলা　তুমি তো কিছু কম যাচ্ছনা

তাহের। কাজ নাই ভাই! একটা তুচ্ছ কারণে বন্ধুবিচ্ছেদ ভাল কি?

রঙ্গিলা　তাতো বটেই ভাই সেটা কি ভাল। আর্সির মুখ দেখাদেখি বইতো নয়।

তাহের　তাতো সত্যি, আমি ভাই সরে যাচ্ছি

রঙ্গিলা　আমিও চল্লুম

গীত

উভয়ে　পিরীতের মুখেতে ছাই—চলে যাই যে যার পথে
　　কথায় কথায় বাড়বে ব্যাথা, শেষে কি হবে কি হতে

তাহের　থাক তুমি আপন গরবে, (বলি) অত কে সবে?

রঙ্গিলা। (তো মার) না যদি সয় যাতনা হয়, সবেপড় তবে;
　　(আমি) গরবভরে গরব ক'রে রব সদাই গরবে;—

তাহের। (বলি) অত কি ভল?

রঙ্গিলা　(কেন) মন্দ কি বল?

তাহের　যা রয় সয় তাই কল্লে ত' হয়,

রঙ্গিলা। আমি চল্‌বো কি তোমার মতে?

[উভয়ের প্রস্থান]

(রহমৎ ও শাহজানের প্রবেশ)

শাহ শুভক্ষণে তুমি নবাবপ্রাসাদে উপস্থিত হয়েছিলে খুব উপযুক্ত সময়ে এসে তুমি পূর্ব্বইতিহাস আমার নিকট অকপটে বিবৃত করে আমাকেও শুভকার্য্যে উৎসাহিত করেছিলে মঙ্গলময় খোদার কৃপায় আমার জীবনের একটা মহান আক্ষেপ মেটাবার সুযোগলাভ হ'ল, রহমৎ আমি শা-সুজার জীবিত কন্যাদ্বয়ের সন্ধান পেয়েছি

রহ। জাঁহাপনা! আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন মতেই কর্ত্তব্য নয় কিন্তু, আপনি যে দু জনকে শা সুজার কন্যা বলে স্থির করেছেন সত্যই তাঁরা তাঁরই কন্যা কিনা—সে বিষয় যথার্থ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন কি?

শাহ রহমৎ। যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রে কি আমি এমন গুরুতর বিষয়ের মিমাংসায় উপস্থিত হয়েছি। আমি যে প্রমাণ পেয়েছি সে প্রমাণ সত্যের অপেক্ষাও সত্য আর এক কথা আমি এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত—আমি স্থির করেছি, সেই কন্যাদ্বয়কে বহু সম্মানে প্রাসাদে আনয়ন ক'রে—তাদের সম্মতিক্রমে তাদের পাণিগ্রহণ কর্ব্ব তোমার যদি সন্দেহ হয়ে থাকে - তা হলে যখন তারা প্রাসাদে উপস্থিত হবেন—তুমি তখন তাঁদের দেখ্‌লেই চিন্তে পার্ব্বে

রহ তাঁরা কোথায় আছেন? জান্‌তে পারি কি জনাব?

শাহ আপাততঃ সে বিষয় আমি সকলের নিকট গোপন রাখ্‌বো যে দিন তাদের আন্‌তে পাঠব সে দিন তুমি অবশ্য জান্‌তে পার্ব্বে কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি প্রাসাদের বাইরে তাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।

নহ। জাঁহাপনা! আমি সে হতভাগিনীদের সহিত ইহজীবনে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাইনা। তাদের আমি আজীবন চক্ষে দেখতে না পেলেও আমার কোন দুঃখ নাই। কেবল যদি কাণে শুনি যে সম্রাটনন্দিনী তারা—তাদের যোগ্য মর্য্যাদালাভ করে' সুখে দিনযাপন কচ্ছে—আমার পক্ষে সেই সংবাদই যথেষ্ট। বলুন দেখি—জাঁহাপনা! এমন দুর্দ্দশা কি কারুর হয়। অতুল ঐশ্বর্য্য অধিপতি—এককালে যার প্রতাপে যাঁর আদেশে যাঁর প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকে অবনত-মস্তক হ'ত—সেই হতভাগ্য শা-সুজার আদরের কন্যা দুটী কি না—আশ্রয়হীনা—সহায়-বিহীনা—পর-প্রত্যাশিনী—ভিখারিণী—উন্মাদিনীর ন্যায় কোথায় কোন্ দীনদরিদ্রের কুটীরে ভিক্ষান্নে দিনযাপন কচ্ছে! হায় খোদা! বলিহারী তোমার সুক্ষ্মবিচার!

াাহ রহমৎ, বৃদ্ধ জ্ঞানবান বিচক্ষণ তুমি, তুমি যে অদৃষ্টের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য কর্ত্তে এত অক্ষম, তুমি যে মানুষের নিজের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মাননা—তুমি যে সুখ দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে এত আত্মহারা হও, তা আমি জান্‌তেম না। রহমৎ! এতবড় দুনিয়াটা—কার আদেশে—কার কথায়—কার ইঙ্গিতে চল্‌ছে—তা জান কি? মানুষের সুখ দুঃখ, হর্ষ, শোক, দৈন্যতা সমৃদ্ধির বিধান-কর্ত্তা কে তা জান কি? সে শক্তিমান মহাপুরুষ তোমার আমার মতন তুচ্ছ মানুষ নয়। তাঁর কলমের উপর কলম চালাচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার একত্রিত যাবতীয় শক্তি—অতি তুচ্ছ পিপিলিকার অপেক্ষাও শক্তিশূন্য, জগদীশ্বরের সুক্ষ্মবিচারে শা সুজার

রাজ্যচ্যুতি—ছার ঔরঙ্গজেবের প্রভাবে নয় সর্ব্বশক্তিম খোদার মর্জ্জিতে তোমার প্রভু, আমার পিতার হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত দীন-দুনিয়ার মালিক তিনি, চিরমঙ্গলময় তিনি অবশ্য কোন নিগূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—তোমার প্রভু এবং প্রভুকন্যাদের এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্থ করেছেন তিনি না কল্লে রহমৎ—আমার মর্ত্তবাসী পিতার কি সাধ্য যে তোমার প্রভুর কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে পার্ত্তেন ? আবার দেখ করুণাময়ের কৃপাদৃষ্টি নিশ্চই তোমার প্রভুকন্যাদের উপর নিপতিত তাই তিনি তাঁদের দুর্দ্দিনের অবসান কর্ব্বার জন্য তাঁর মঙ্গলকারী বাহু প্রসরণ করে—সুখসাগরে নিমজ্জিত কর্ব্বার ব্যবস্থা কচ্ছেন

রহ মার্জ্জনা কর্ত্তে আজ্ঞা হয় জাঁহাপনা আমি মনের দুঃখে কি বল্‌তে কি বলেছি। আমি মূর্খ জ্ঞানশূন্য নিজগুণে বান্দাকে ক্ষমা করুণ

শাহ। তুমি আমার পরম হিতকারী যাও তুমি বিশ্রাম করগে - আমার অন্য কার্য্য আছে

রহ যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা

[রহমতের প্রস্থান]

শাহ ধন্য জগদীশ্বর, অপার তোমার মহিমা অধমের প্রতি তোমার অসীম করুণা। তুমি মনে কল্লে দুনিয়ার অসম্ভবকে সম্ভব কর্ত্তে পার কল্পনাকে সত্যে পরিণত কর্ত্তে পার তিনি আমার হৃদয়ের রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী আমার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী তিনি শা-সুজার কন্যা তার সঙ্গে জুলিয়া—উজ্জ্বলে মধুরে

অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ একদিকে তেজময়ী, দৃপ্তিময়ী, প্রভাময়ী জুলিয়া—গর্ব্বিতা উন্নতহৃদয়া শক্তিসম্পন্না জুলিয়া। বিপুল সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্তা সাম্রাজ্ঞী অন্যদিকে প্রভাত শিশিরাক্ত কোমলকুসুম—স্নিগ্ধ-মাধুরীময়ী আমিনাসুন্দরী এ সুখ যথার্থই কল্পনাতীত! এই যে তাহের আস্ছে

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের বন্ধু, বাঁচাও—বাঁচাও ভাই—প্রাণ গেল

শাহ। কেন—কেন—কি হয়েছে?

তাহের সর্ব্বনাশ—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমায় মেরেছে—বড্ড মেরেছে—ওরে বাবা—ওরে চাচা—ওরে নানী ওরে ফুফু।

শাহ কি হয়েছে? ভেঙ্গে বলনা—কে মেরেছে তোমায়?

তাহের হ্যাঁ দাদা, আমায় মেরে গো বেড়ন করে' ছেড়ে দিয়েছে।

শাহ কি করে' মার্‌লে? কেন মার্‌লে—কোথায় মার্‌লে? কি বিপদ স্থির হও

তাহের এইবার একেবারে স্থির হবো আর কি? কি করে' মার্‌লে? খোঁচা—খোঁচা দিয়ে মার্‌লে, কেন মার্‌লে? গো বেচারা দেখে, কোথায় মার্‌লে? এই বুকের ভেতর, একেবারে পিট্ ফুঁড়ে।

শাহ রহস্য কচ্ছ?

তাহের। রহস্য? আমি খেলুম মার—আর তুমি বল্‌ছো রহস্য! আচ্ছা ভাই! বহুৎ বহুৎ সেলাম—আর তে মর

বাড়ীমুখো হবোনা, এই চল্লুম

শাহ আমাকে সমস্ত ভেঙ্গে না বল্লে আমি কি করে' বুঝ্‌বো ভাই? কে তোমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে আমায় বল দেখি?

তাহের ঐ সেই একটা রং চংএ ছুঁড়ী—ঐ যে বঙ্গিলা না কি

শাহ ওঃ তাই বল প্রেমের অভিনয় কচ্ছ

তাহের হ্যাঁ, তা বই কি আমি তোমার মতন রোজ ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে ব্যাওরা সেজে জেলের বাড়ী ছুটি কিনা

শাহ তার সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া করেছ?

তাহের আমি তার যুগ্যি লোক কি—যে ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে যাব সে একটা পাহাড়ে তালঠোকা ম্যাড়া আমাকে দেখ্‌লেই গুঁতোতে আসে—এইখানে ভালম নুষের ছেলে বেড়াচ্ছি—ভদ্রলোকের মতন—মনে কল্লুম দুটো ভালকথা কয়ে' এসে আলাপ পরিচয় কর্ব্বে সেই তক্কে আমি প্রাণের কথাটা বল্‌বো সেও আমায় বল্‌বে দুজনে ফোঁস ফাঁস করে' নিঃশ্বেস টিশ্বেস ফেল্‌ব দুটো সুখ দুঃখের বিরহ মিলনের কথা কইব—তারপর একটু বক্‌বকম্ করে' প্রেমের বুব্‌নী কাট্‌বো—তারপর তুমিও যেমন দুপাশে দুটী নিয়ে বস্‌বে—আমিও অম্‌নি জোড়াগাঁথা হয়ে তোমায় চার হাতে খুসি কর্ব্ব।

শাহ হ্যাঁ—তা কি হ'ল?

তাহের। সব ওলট্ পালট্ হয়ে আমার চোদ্দপুরুষ জাহান্নমে চলে গেলো ছুঁড়িও কতকগুলো গালাগাল ঝেড়ে চলে গেল—আমিও দুটো রোকের মাথায় বচন আউড়ে সবে

পড়লুম প্রেম আর হ'ল না।

শাহ হবে দুঃখ কচ্ছ কেন? তুমিও তাকে প্রেমের কথা বলনি সেও তোমায় কিছু বলেনি সেও চলে গেছে— তুমিও আপনার কাজে চলে যাওনা

তাহের তবে আর হ্যাঙ্গাম কি? সে দিব্বি বুক ফুলিয়ে চলে গিয়ে—নাচতে গাইতে আরম্ভ করে—আমি খানিকটা গিয়েই ভাঁা করে' কেঁদে ফেল্‌লুম

শাহ এখন কি চাও?

তাহের আমার আর চাল্‌চেলে কাজ নাই দাদা। আমি ঠাউরেছিলুম যে ছুঁড়ীটা এসে সেধে যেঁচে ধরা দেবে—পায়ে লুটিয়ে পড়বে তখন প্রেমের কথা খুল্‌বো এখন দেখ্‌ছি ছুঁড়ী সে বান্দাই নয় তার বুকের বেজায় জোর আর কাজ নাই দাদা আমি যখন মরিইছি, তখন মড়া আর চেপে রাখ্‌বো না পচা দুর্গন্ধ বেরুবে তার চেয়ে এই বেলা প্রকাশ করে' কবরের ব্যবস্থা করাই ভাল।

শাহ তা হলে হার মান্‌লে?

তাহের। হার বলে হার আমি এই নাকখৎ দিচ্ছি দাদা

গীত

(এই) কানমলা নাকমলা—হ'ল আক্কেল এবার।
(হয়েছি) বেজায় জখম, খোদার কসম,
কর্‌বো না চালাকি আর।
নারীর প্রেমে ভুলে সেলাম হব গিয়ে সেধে গোলাম,
দেখ্‌তে বটে বেজায় মোলাম, একছোবলে সন্থ কাবার॥

শাহ। তাহের তুমি সে দিন আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে যে কেন আমি সাধ করে নিজেকে অসুখী করি? এখন বুঝেছ প্রেমের কি বিচিত্র ব্যাপার? এখন বুঝেছ কেন আমি আরাকানের সম্রাট হয়ে দীনদুঃখীর সাজে নিজের মান, মর্য্যাদা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে শুধু একবার চোখের দেখা দেখ্বার জন্য প্রত্যহ এতটা পথ অতিক্রম করে' সেই ধীবরের কুটীরে যেতেম? বন্ধু জল পিপাসার জন্য আকুল নয়—চিরদিন পিপাসাই জলের জন্য হা হা করে' থাকে।

তাহের ওরে বাপ্‌রে! তা আর একবার বল্‌তে। শুধু হা হা—আমি টা—টা কচ্ছি। গলা শুখিয়ে কাট্‌ মেরে গেছে—দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় আমায় বাঁচাও বাঁচাও বন্ধু। ওরে বাপ্‌রে, কি ঝক্‌মারি করেছিলুম রে বাবা, মেয়েমানুষের ওপর চাল—একেবারে ব নচাল করে' ছেড়ে দিয়েছে

শাহ বোঝ তাহের! স্ত্রীলোকদের অবলা বলে - কিন্তু, তারা কত শক্তিময়ী যে প্রেমসমুদ্রে তোমার আমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষ—সামান্য তৃণখণ্ডের মতন ভেসে চলে যাই—দুর্ব্বলা রমণী অবাধে সেই উত্তাল তরঙ্গসমাকুল ভীষণ প্রেমবারিধীর অপ্রাতিহত দুর্দমনীয় বেগকে হেলায় নিজ ক্ষুদ্রবক্ষে চেপে রেখে—কেমন সুখে হাস্‌তে হাস্‌তে দিন-যাপন করে স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের প্রেমের গর্ব্ব বিড়ম্বনা। যাক্ ও সকল কথা রঙ্গিলাকুসুম তোমার প্রস্ফুটীত হয়েছে—সেই অমূল্যরত্ন বিধাতা তোমার জন্যই

নির্দ্ধারিত করে' রেখেছেন তুমি প্রকৃতিস্থ হও আমি নিজে তোমাদের মিলন করিয়ে দো.বা চল, আলনাশার কাছে আমিনা, জুলিয়াকে আন্‌বার জন্য দূত পাঠাবার ব্যবস্থা করিগে

সাহেব চল বন্ধু তুমি একটু ভরসা দিলেই—আমি দিন রাত্তির ফুর্ত্তিতে তুড়ি লাফ মেরে বেড়াই

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীর ধার

ধীবরবালকগণের গীত

(আয়) সাথীমিলে ছুটে দলে দলে ঝুপাঝুপ্ পড়ি
গিয়ে গাঙ্গের জলে।
বড শক্ত মাটি কত কাদা ধুলো
হোঁচট খেয়ে বুঝি প্রাণটা গেল, জলে খেল্‌বো ভাল,
ঢেওয়ে ঢেওয়ে নচ্‌বো কুতূহলে॥
(হব) সাঁতারে সাঁতারে এপার ওপার, নাক'নি চোবানি
খাব দেদার,
(বানের) টনে পড়ে, হাত পা ছেড়ে
হেসে হেসে ভেসে যাব চলে॥

(জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলিয়া এ কি এ স্থান কি কুহকের রাজ্য ? এই জঘন্য—ঘৃণ্য দৈন্যময়, নীচ মৎস্যজীবির কুটীর কি কোন রকম যন্ত্র জানে ? নইলে, একদিন যে স্থান আমার নরকের চেয়ে কদর্য্য মনে হয়েছিল, যে সমস্ত মূর্খ হীনব্যক্তির সংসর্গ আমার অতি কুৎসিৎ বলে বোধ হ'ত—যে উন্মাদ "দালিয়াকে" আমার চক্ষুশূল মনে কর্ত্তেম—আজ সেইস্থান সেই সকল হীনব্যক্তি—সেই দালিয়া আমার প্রাণের ভেতর মমতার ফাঁদ কেমন করে পাত্‌লে ? কেন, এখানে কি আছে ? মানবচক্রের গুং গুণ ধ্বনী নেই—সংসারীর কোলাহল নেই বিষয়ীর বাদ বিসম্বাদ নেই আকাঙ্ক্ষার ছায়া মাত্র নেই কেবল দেখি ঋতুপর্য্যায়ে বৃক্ষলতা মুঞ্জরিত,—সম্মুখের নীলানদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ আর কুঞ্জে কুঞ্জে স্বেচ্ছাবিহারিনী বিহঙ্গিণীর উচ্ছাসিত কণ্ঠস্বর, তবে কি দুনিয়ার মধ্যে এই সুখ—এই শান্তি ? এই নির্ব্বাসনই সকলকার হৃদয়ের কাম্যবস্তু ? নিশ্চয় অতি নিশ্চয়ই, নইলে এই জীর্ণ কুটীরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্রের ছায়ায় কেন আমার কুলগর্ব্ব লোক-মর্য্যাদার ভার আপনা হতেই শিথিল হয়ে পড়লো ? কিসের জন্য সেই পুষ্পিত কৈলুতরুর ছায়ায় আমরা দালিয়ার মিলনের সেই মনোহর হাস্যকৌতুক আমার প্রাণে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটীয়ে দেয় আজ দালিয়া এখনও এলনা কেন ? অন্যদিনতো এত বিলম্ব করেনা ! এসেছে কি ? আমিনার কাছে আছে কি ? না আমিনা'ত একা

(আমিনা ও জুলিয়ার প্রবেশ)

শাহ (শয্যায় বসিয়া) আইয়ে বেগম সাহেব ! ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—শয্যায় এসে বসুন

আমি জুলি একি—কার কণ্ঠস্বর ? (অগ্রসর হইয়া শয্যার নিকট গমন)

জুলি এঁ্যা—একি—দালিয়া ?

আমি না—না—স্বপ্ন (মূর্চ্ছা)

শাহ আমিনা—আমিনা তিন্নি—তিন্নি ! হৃদয়েশ্বর (আমিনাকে বক্ষে ধারণ)

জুলি। দালিয়া ! তুমি—নবাব ? বাঁদীদের অপরাধ মার্জ্জনা কর

আমি বল—বল, দালিয়া ! আমি জীবিত কি মৃত ?

শাহ জুলিয়া , প্রাণেশ্বরী। উন্মাদ দালিয়া অনেক দিন তো তোমাদের হৃদয় দান করেছে, এই আজ বক্ষপেতে দিলেম, এস দুই ভগ্নিতে হতভাগ্যের বক্ষ বিদারণ কর একবার চেয়ে দেখ, তার মধ্যে তোমরা দুটী সহোদরা সমস্তটা যুড়ে বসে রয়েছ কিনা ?

জুলি নবাব ! দুঃখীনী বলে আমাদের সঙ্গে এত ছলনা কত্তে হয় ?

শাহ তার জন্যে শত সহস্র বার জানুপেতে মার্জ্জনা চাইছি বল, বল আমিন , বল জুলিয়া, উন্মাদ দালিয়া কি তোমাদের যোগ্য ? তার সুখে কি তোমরা সুখি হতে পারবে ? বল তোমাদের প্রাণে আরতো কোন দুঃখ নেই ? আমার

রাজদণ্ড—সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য যা কিছু আজ তোমাদের করে অর্পণ করলেম — সুজার উপযুক্ত কন্যা তোমরা, এ রাজ্যের যোগ্য সাম্রাজ্ঞী

তুমি নবাব।

শাহ না না, নবাব কেন তোমাদের মুখের দালিয়া না শুনলে আমার কিছুতেই সুখ হবে না

আমি কিন্তু, আমার প্রতিপালক বৃদ্ধ পিতা তোমায় প্রাণের অধিক জ্ঞান করতেন।

শাহ সে বিষয়ে তো আমি নিশ্চিন্ত নেই প্রাণেশ্বরী সকলেই নবাব সরকারে সম্মানের পদ পাবে সেই ধীবর কুটীরে আমি একটী সুন্দর উপবন বাটী প্রস্তুত করিয়ে দেবো; সেথায় সেই সাধের দালিয়া রেখে আমি তোমার সঙ্গে তোমার সঙ্গিনী ধীবর কন্যাগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক আমোদ প্রমোদে সেই সরল ভাবে দিন যাপন কর্ব্ব আর জুলিয়া, জুলিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ কর্ব্বে এখন এস, নবাবের বুকে ছুরি বসাবার জন্য প্রস্তুত হও, এই দেখ, আমি বুক পেতে অপেক্ষা করছি

জুলি নবাব মার্জ্জনা করুন

আমি ছি! ছি, কি লজ্জা (ছুরী দূরে নিক্ষেপ)

(ঘণ্টাধ্বনী)

(তাহের, রশিদ, আলমাশা মেসরু, রহমৎ, বাঁদী ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

শাহ রহমৎ! এই তোমার প্রভু কন্যাগণ, আরাকানের প্রধানা বেগম, বল তুমি সুখি হয়েছ কিনা?

কাজ কচ্ছে দেখে এলুম দেখ কি অপূর্ব্ব মনের গঠন আমি জুলিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ ব্রতি, গর্ব্বিনী সম্রাট-নন্দিনী জুলিয়া বিন নিজের অবস্থা সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে কেবল দালিয়া'র আগমন প্রতিক্ষা কচ্ছি বর্ব্বর দালিয়া সে কি সম্রাজ্ঞীর সমকক্ষ লোক? কিন্তু সমকক্ষ নয় বলিই বা কিসে? সমকক্ষ না হ'লে, সাজাদি জেনেও কেন সে আমার কাছে সঙ্কুচিত হয় না, সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয় সকল অবস্থাতেই নির্ভীক—সে তো হীন নয়, সে তো পদানত হবার উপযুক্ত নয় তার চরিত্রে দারিদ্রের তো কোন লক্ষণ নেই কিন্তু দালিয়া যাই হোক জুলিয়ার এ পরিবর্ত্তন যথার্থই শোচনীয়, হায় খোদা সম্রাটপুত্রির জীবনের কি এই পরিণাম?

গীত

জীবন যৌবন সাধে বিলাইনু চরণে পরিনু প্রেমডোর।
অবশের বীণা, আর বাজিবে না, কোথা হ'তে এল মনোচোর॥
কত আশা বুকে, ধরেছিনু সুখে,
সাধে বাদ কে সাধিল রে,
চাঁদিনীর রাতি, জোছনার ভাতি,
নিরাশ আঁধারে ঢাকিল রে;
হা হা হত বিধি, ছি ছি তব একি বিধি,
ভেঙ্গে দিলি কেন ঘুমঘোর
পাখীর কুজনে, আঁখির মিলনে,
সোনার স্বপন হলো ভোর।

(রহমতের প্রবেশ)

রহ বন্দেগী। সাহাজদি আজ এখানে যে?

জুলিয় রহমৎ! কি সংবাদ?

রহ সংবাদ বড় অসুবিধাজনক তোমাদের দু ভগ্নিকে আরাকান রাজপ্রাসাদে যেতে হবে, এতক্ষণে বোধ হয় আল্‌নাশার কাছে নবাবের পরোয়ানা এসেছে

জুলিয় এঁ্যা সেকি কেন?

রহ নবাব কি জানি কেমন ক'রে একদিন আপনাদের দু ভগ্নিকে স্বচক্ষে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হয়েছেন আপনাদের পানিগ্রহণ করা তাঁর উদ্দেশ্য

জুলিয়া তিনি স্বচক্ষে আমাদের দেখেছেন?

রহ আমার নিকট সমস্ত পূর্ব্বকাহিনী অবগত হয়ে আপনাদের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেছিলেন সত্য! কিন্তু শুনলুম তিনি নিজেও নাকি ছদ্মবেশে আপনাদের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আত্মহারা হয়েছেন তিনি বল্লেন আপনাদের বেগম ক'রে সুখ ঐশ্বর্য্য দান ক'রে অতুল আনন্দে রাখ্‌বেন; তাঁর পিতার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে

জুলিয়া তারপর তোমার কি বক্তব্য?

রহ আপনাদের যেরূপ অভিরুচি। আমি কি বল্‌বো সাহাজাদি?

জুলিয়া যার পিতা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—আমাদের পিতৃহত্যা করেছে—আমাদের আশ্রয় দিয়ে একদিন আমাদের দুর্দ্দশার চরম করেছে সেই শয়তানের কাছে আমরা

তু ভগ্নি আবার সুখের আশায় সেচ্ছায় গমন করবো ?

রহ না গেলে উপায় কি সাহাজাদি ? আপনারা যেতে অস্বীকা'র করলে নবা'ব ছাড়বেন কেন ?

জুলিয়া. নবাব লোক কেমন রহমৎ ?

রহ। আমার কথা যদি শোনেন—তা হলে আমার ধারণ তিনি খুব মিষ্টভাষী বটেন। কিন্তু পিতৃগুণে পুত্র চিরদিন গুণি হযে থাকে কে জানে, আবার তাঁর কি উদ্দেশ্য মনে মনে আছে।

জুলিযা আর এককথ মৃত আরাকানসম্রাট আমাদের সঙ্গে এই নবাবের বিবাহের কথা উত্থাপন করেই, আমাদের পিতার সঙ্গে বিরোধ করেছিলো আমার পিতা বিবাহ দিতে অসম্মত হযেছিলেন বলেই তো তিনি ভযঙ্কর দুর্দশা-গ্রস্থ হয়েছিলেন ; আমরা আবার সেই শযতান নবাবের পুত্রকে বিবাহ কর্ব্ব ?

রহ তা হলে উপায় কি কর্ব্বেন সাহাজাদি ?

জুলিয়া রহমৎ। তোমার ঐ ছুরিখানা আমায় দেবে ?

রহ কেন, আত্মহত্যা কর্ব্বেন নাকি ?

জুলিয়া। আত্মহত্যা কর্ব্ব কেন ? কিসের জন্য ? পিতৃশত্রুর বংশলোপ না ক'রে—বৃথা আত্মঘাতিনী হযে কি উদ্দেশ্য সাধন কর্ব্ব ? [ছুরিকাগ্রহণ] রহমৎ আমাদের তো বহুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে। আবার নূতন ক'রে মর্ব্ব কি ! ছোরার সাহায্যে নবাবের বেগম হয়ে—তাকে জন্মের মতন প্রেমসম্ভাষণ শোনাব

রহ তা যদি পারেন সাহাজাদি। তা হলে বুঝবো আপনারা

সম্রাটের উপযুক্ত কন্যা বটে! আমিও সাধ্যানুসারে সেখানে আপনাদের সাহার্য্য করবো। কিন্তু, আপাততঃ আমি বিদায় নিলেম এখনই নবাবের লোকজন হটাৎ এখানে কেউ আসতে পারে; বন্দেগী।

[রহমতের প্রস্থান]

জুলিয়া মূর্খ নবাব, আরো কি ষড়যন্ত্র মনে মনে পোষণ ক'রে রেখেছ, শা-সুজার কন্যা কি তোমার তুচ্ছ বিলাসের সামগ্রী যে একবার চক্ষে দেখে উপভোগের বাসনা হয়েছে তাই রূপ করে প্রাসাদে নিয়ে যাবার কামনা করেছ, তারপর আশাপূর্ণ হলে—বাসি ফুলের মতন পায়ে দল্‌বে? শয়তান; তোর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই তোকে করিয়ে দোবো।

(দালিয়ার প্রবেশ)

দালিয়া খুঁজি খুঁজি নারী যে পায় তারি এই পেয়েছি [জুলিয়াকে ধরিয়া] কেমন, তোমায় পেয়েছি?

জুলিয়া হ্যাঁ, দালিয়া। পেয়েছ বটে, কিন্তু রাখ্‌তে তো পার্‌বে না

দালিয়া কেন পারবো না আঁকড়ে ধরে রাখ্‌বো ইস্ পারি কিনা দেখ্‌বে?

জুলিয়া। না, আর দেখে কাজ নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দালিয়া তোমায় বল্‌বো কেন?

[জু]লিয়া। কেন বল্‌বে না? আমি জানি কোথায় ছিলে

[দা]লিয়া তিন্নির কাছে, তাকে রুটী বানিয়ে দিচ্ছিলুম তুমি

রাগ করে ? ছি ! তোমার বড় হিংসে

জুলিয়া দূর হ পাগলা । তিন্নির কাছে ছিলি—তা আমি রাগ কর্ব্ব কেন ?

দালিয়া ঐ রাগ কচ্ছ আর বল্‌ছো রাগ করবো কেন ।

জুলিয়া দালিয়া ! তুই কি মনে করিস্ আমি তোকে ভালবাসি না ?

দালিয়া বড় বাসিস্—তিন্নির চেয়েও বাসিস্ বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, বন্যা হয়ে ভেসে যাচ্ছে কি বলিস্ ?

জুলিয়া ওঃ ! কি আমার পেয়ারের লোক গো

দালিয়া আবার মিছে কথা ? পেয়ারের লোক নই ? তবে যাই কোথায় পেয়ারের লোক আছে গিয়ে দেখিগে

[প্রস্থানোদ্যত]

জুলিয়া আহা দাঁড়াও না ! অত রাগ কেন ? এতদূর থেকে এলে একটু জিরোও

দালিয়া না, আমি আজকাল বড্ড ভালবাসতে শিখিছি, যেখানে ভালবাসা আছে—সেইখানেই আমি গিয়ে হুঁমড়ি খেয়ে পড়ি তা জানিস্ ?

জুলিয়া আচ্ছা তুমিও ভালবাস ?

দালিয়া আমি ভালবাসি আবার আরো কি করি জানিস্ ?

জুলিয়া কি ?

দালিয়া তোদের কাছ থেকে চলে গিয়ে কি করি জানিস্ ?

জুলিয়া কি কর বলনা ?

দালিয়া কাঁদি !

জুলিয়া কাঁদ ?—

দালিয়া ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদি—লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি—কেউ শুন্‌তে পায়না কেউ জান্তে পারেনা কেউ দেখ্‌তে পায়না হাওয়ায় সে কান্না ভেসে যায় গাছের ডালে পাখিও না সে কান্না শুনে কাঁদে, নির্জ্জন রাত্রে সে চোখের জল শিশিরের সঙ্গে মিশিয়ে যায়

জুলিয়া দালিয়া.

দালিয়া জুলিয়া!

জুলিয়া তুমি পাগল!

দালিয়া তিন্নিকে দেখে কতকটা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কতকটা জ্ঞান ছিল তুই এসে যা ছিলুম তাও রইলুম না—একেবারে জানোয়ারের অধম হয়ে গেলুম আমি চাঁদ না দেখে থাক্‌তে পারিনা—আমি সূর্য্যির আলো না হ'লে বাঁচিনা—আমি তোকেও চাই, আমি তিন্নি'কও চাই।

জুলিয়া দালিয়া, আমাদের যে আর তুই দেখতে পাবি না।

দালিয়া কেন, তোরা পালিয়ে যাবি?

জুলিয়া আরাকানের নবাব যে আমাদের নিয়ে গিয়ে বেগম ক'রে রাখবে

দালিয়া। বেশ তো বেগম হয়ে থাক্‌বি কত সুখে—কত মজায় দিন কাটাবি, কত ভাল ভাল পোষাক পাবি—গয়না পরবি—কত মেওয়া খাবি—সেত খুব ভাল হবে

জুলিয়া তোর সঙ্গে যে দেখা হবেনা!

দালিয়া কেন, আমাকে প্রাণে প্রাণে দেখতে পাবিনে? আমিত তোদের ছবি প্রাণে প্রাণে এঁকে রেখেছি কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি সে দেখায় কত সুখ তা জানিস্?

জুলিয়া আমায় একবার দেখাতে পারিস ?

দালিয়া পারি,—কেন বল্ দে'খি ?

জুলিয়া এই যে ছোরা দেখছিস এইখানা তার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিতে চাই

দালিয়া এঁ্যা, সে কিবে ? এতো একটা মস্ত মজার কথা।

জুলিয়া মজা কিরে পাগলা ?

দালী মজা নয়—কোন কথা নেই—বার্ত্তা নেই প্রথম আলাপেই একখানা ছোরার আদখানা—একটা জ্যান্ত রাজার বুকের ভেতর চালিয়ে দিবি বাঃ বাঃ বেড়ে দেখবার জিনিস হবে বটে ; আচ্ছা, তখন রাজাটা কি রকম ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে যাবে সেটাও একটা খুব দেখবার জিনিষ কি বলিস্ ?

জুলিয়া খুব মজা হবে ; ফুলশয্যায় কবর এ একটা খুব মজার জিনিষ যথার্থই বলেছিস্ দালিয়া আমরা আমোদ কর্ত্তেই যাচ্ছি বটে

দালী আচ্ছা, ছুরীখানা যত্ন করে রাখ্—রাজার বুকে পুরে দিয়ে আমার হাতে দিস। আমি ছুরিতে দেখ্বো বুকটা কি—কি জিনিস দিয়ে খোদা তৈয়েরি করেছে

জুলিয়া কেন দালিয়া ?

দালিয়া নইলে যত গোলমাল এই বুকের ভেতর

জুলিয়া যথার্থ দালিয়া। যত গোলমাল এই বুকের ভেতর

(আমিনার প্রবেশ)

আমি এও যে দিদি ? একি, দালিয়া এখানে যে ?

দালিয়া হ্যাঁ, দুদিক রাখছি দুপাশ না হলে যে কেমন ফাঁকা—ফাঁকা ঠেকে

আমি আর দুপাশ দিদি খবর শুনেছ ?

জুলিয়া হ্যাঁ শুনেছি, আমিনা। শোন এইবার ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যচ্ছে এইবার তোর আমার জীবনের কর্ত্তব্য পালন করবার সময় এসেছে—এখন আর খেলা ভাল দেখায় না

দালিয়া খেলা কর্ত্তেই হবে খেলা ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকৃতে পারবো না তোরাও পারবিনি হা হা হা—হা—

আমি জান দালিয় ! আমি রাজবধূ হতে যাচ্ছি

দালিয়া হ্যাঁ, কিন্তু সেত বেশীক্ষণের জন্য নয় নবাবের বুকে ছুরিখানা বসাতে যতক্ষণ সময় যাবে

আমি (স্বগতঃ) দালিয়া যথার্থ ই বনের মৃগ এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগ্‌লামি, দালিয়া। রাজাকে মেরেই কি আমরা ফিরতে পাবো ?

দালিয়া হ্যাঁ, মার খেলে রাজা কি ছেড়ে দেবে ? তুমি যে সেই প্রথম দিন আমাকে মারলে আমি তোমাকে সেই থেকেই পেয়ে বসেছি—এখনও কি ছেড়েছি ?

আমি কবে আবার তোমাকে আমি মারলুম ?

দালিয়া মারনি—মারনি ? উঃ। সেকি সোজামার— আমার হাত পা খোঁড়া হয়ে গেছে আমি এখনও বেদনা সারাতে পারিনি—বাবারে—

আমি আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পারি না দালিয়া। দিদি আবার জীবনের একটা পরিবর্ত্তন মনে করেছিলুম সর্ব্বত্যাগী হয়ে জনসমাজের বাইরে এই রকম

চিরকাল সুখভোগ কর্ব্ব—কিন্তু খোদা তা সইলেন না আবার দুঃখের অনলে নিক্ষেপ কর্ত্তে উদ্যোগ কল্লেন

জুলিয়া অদৃষ্টে যখন সত্যই সুখভোগ লেখা নেই তখন আর দুঃখময় জীবন রেখেই বা ফল কি? আয় বোন। বুকে সাহস বেঁধে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এ দুঃখের জীবন নিজহস্তে অবসান করি চল, বেগম হয়ে রাজপ্রাসাদে যাই তারপর এই ছুরি—।

দালিয়। উঃ। চক্‌চক্ কচ্ছে—দেখেই নবাবের ভারি লোভ হবে—তোমাদের কষ্ট কর্ত্তে হবে না—নবাব নিজেই নিজের বুকে বসিয়ে নেবে—।

আমি দিদি, আমি প্রস্তুত আছি

দালিয। আমিও প্রস্তুত হইগে (দালিয়ার পলায়ন)

জুলিয়া দালিয়া দালিয়া। শোন—শোন।

আমি উন্মাদ। কি খেয়াল হ'ল ছুটে পালাল দিদি। আর মায়া কেন? মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছি—আর মায়া বাড়িয়ে নিজের প্রাণকে কেন দুঃখ দিই।

জুলিয়া নাঃ, আমিনা। তুই খুব ধৈর্য্যশালিনী চল দেখিগে নবাব কাকে পাঠালে

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর প্রাঙ্গন

(আল্‌নাশা [redacted] মেসরু)

মেসরু বাবা! বাবা! শোন, চুপি চুপি বলি

আল্‌ কি বল্‌বি বল্‌না—অত লাফালাফি কচ্ছিস্‌ কেন?

মেসরু লাফালাফি কচ্ছি কি সাধে? প্রাণের দায় বড় দায়। বাব এই লাফালাফি কত্তে কত্তেই যদি কলা দেখিয়ে সরে পড়তে পারি তাহলেই আমার বাবার ভাগ্যি

আল্‌ আরে মর্‌, সরে পড়্‌বি কোথায়?

মেসরু। আর কোথায়—যেখানে গেলে নবাব বাদসার নজরে না পড়ি। একেবারে মগের মুলুক যদি ভাল চাও—কোন রকম করে দুজনে কালীঝুলি মেখে এইবেলা লম্বা দিই এস

আল কোথাকার বাওরা ছেলে দেখ। নবাব আমাদের শুদ্ধ নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে তা শুনেছিস?

মেসরু শুনেছি বলেই তো বুকের ভেতর ধড়্‌ফড়্‌ কচ্ছে

আল কেন, বেশতো আমরাও যাই চল্‌না

মেসরু। তুমিতো যাবেই বাবা! তোমার চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে– দুনীয়ার অনেক সখ মিটিয়ে নিয়েছ—তোমারও দিন ফুরিয়েছে তুমি আজ না গেলে দুদিন বাদে নিশ্চয়ই যাবে বাবা! আমি যে এখনও সাদি পর্য্যন্ত করিনি এখনও আমার ভাল করে সুর গজায়নি আমি এত শিগ্‌গির দুনিয়ার মায়া কেমন করে ছাড়ি বল দেখি?

আল কেনরে বেকুব। আমাদের কি কবরে নিয়ে যেতে এসেছে ?

মেসরু না তোমাকে নবাবের মাসির সঙ্গে নিকে দেবে, আর আমাকে একটা পাট্টাগোছের খোজা বাঁদির সঙ্গে সাদি দেবে

আল্। দূর ভেড়ের ভেড়ে পাজি !

মেসরু পাজি বইকি এত বুড়ো হলে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—তুমি আর নবাবের মৎলবটা বুঝতে পাল্লে না বাবা ? ছুঁড়ি দুটোকেও বেগম করবে বলে নিয়ে যাচ্ছে—আমাদের তলব দিয়ে পাঠালে কেন বাবা ? যেমন নবাবের কাছে পৌঁছান আর অমনি ফড়াক্‌সে তোমার আমার মুণ্ডদুটো মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি খাবে

আল তোর যেমন ছোট মন, তুই কেবল ঐ সকল মন্দ সন্দেহ করিস

মেসরু হুঁ হুঁ সন্দেহ বড নয়, যখন জল্লাদ কোপ ঝাড়বে তখন বুঝ্‌তে পারবে মেসরু ঠিক বলেছে কিনা এখন মনে কচ্ছ নবাব গরম গরম কবাব এনে তোয়াজ করে তোমার আমার মুখে গুঁজে দেবে সেটা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেল বাবা .

আল। কি কতকগুলো বাজে বক্‌ছিস ? চারিদিকে নবাবের লোকজন এসেছে এখনি তোর কথা শুনলে একটা অনর্থ ঘটাবে তা বুঝলি গাধা ?

মেসরু। অনর্থ ঘটাতে আর বাকি আছে। দলে দলে হাতি ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার, উট, গাড়ী, পালকী, এসে ঘরদোর ভেঙ্গে

ফেলবার উপক্রম করেছে ভ জুক্‌গে, বাপ বেটায়তো কবরে চল্লুম বাবা। ভোগ আর কে করবে বল ? আবার ওদের পেরে যাবার জন্তে কি রকম পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছে দেখেছ ?

আল। আচ্ছা, তোরুমগজটা কেন এমন বিগড়ে গেল বল্ দেখি, নবাবের লোক এসে আমাদের সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা কইছে কোন রকম শাশাচ্ছে না—কি জুলুম কচ্ছে না।

মেসরু আরে, যখন একেবারে কর্ম্ম কাবাব করে দেবে—তখন আর জুলুম করে শাশিয়ে কেন দোকব মেহন্নত করবে বল, তোমাকে বুড়ো সুড়ো দেখে হয়তো ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু আমাকে প্যাগম্বর এসে বল্লেও ছাড়বে না।

আল। কেন ?

মেসরু কেন সে আর তোমার সামনে কি বলবো সে তিন্নি খুব জানে, বাবা। সে কি যেমন তেমন নবাব—তার বাহান্নটা চোক, আর ৮২ হাত লম্বা নাক—বেছে বেছে ছুঁড়ী ছুটোর গন্ধ পেয়ে ঠিক এসে পাকড়ে ধরেছে ভ

আল তা, তোর কি ?

মেসরু আমার আবার কি নবাব দেশের যত ছুঁড়ী বুড়ী ধরুক্ না—কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার আমার মত ছোঁড়া বুড়োকে ধরে টানাটানি কচ্ছে সেই যে বেজায় গণ্ডগোলের কথা।

আল তুই দাঁড়িয়ে বকর বকর কর—আমি দেখি তিন্নির গোচ্‌গাছ হলো কি না। তুই চল তোকেও যেতে হবে খবরদার যেন পালাস নি—তাহলে নবাব ভারি চটে যাবে

[আলনাশার প্রস্থান।

মেসরু আর পালাসনি—পাং বাবার সড়ক থাকলে কি মেসরু মিথ্যা এতক্ষণ এখানে সশরীরে হাজির থাক্তো খুব জোর বরাত সেই ব্যাটা দালিয়ার ব্যাটা এদিকে রোজ একবার করে আসে আজ এ পথ মাড়ায় নি সেই ব্যাটাকে একবার পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাহলে ঠিক হয় হায় হায় আমিতো কিছুতেই ছাড়ান পাচ্ছি না, এ ছুঁড়ি তো নবাবের পাশে বসেই আমার নামে নালিস করবে যে, আমি যখন তখন তার সঙ্গে আসনাই কর্ত্তে যেতুম ও বাবা, তা হলেই তো আরো সর্ব্বনাশ। তাহলে হয় তো ডালকুত্তা দিয়ে আমাকে খাওয়াবে, ও বাবারে কেন মস্তে এ বেটির সঙ্গে পিরীত কর্ত্তে গিয়েছিলুম, ও মাগো ওরে ওস্তাদরে ও'র ক্যাপ্ত্যুত্রে ওরে মেসোরে ওরে দাদিরে—

(আমিনা ও জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলিয়া একি মেসরু এখানে কাঁদতে বসলো কেন ?

আমি। কাঁদবে না দিদি। এতকাল একসঙ্গে এককুটীরে একস্থানে, ভাই বোনের মতন বাস কল্লেম, আজ জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি হচ্ছে একটু কাঁদবে না, হাজার হোক মানুষ তো

জুলিয়া মেসরু আমাদের জন্য তোমার দুঃখু হয়েছে ?

মেসরু উঁহু আমার গর্দ্দানার জন্য

জুলী। কেন, কি হয়েছে ?

মেস তুমি নতুন এসেছ তোমার সঙ্গে বড় কিছু হয় নি ঐ তিনি জানে

আমি কি জানি মেসরু ?

মেসরু দোহাই তিন্নি। আমার মুখটা একটু ভাল করে চেয়ে দেখ. আমি ছেলে মানুষ দুধের ছেলে, কি বলতে কি বলেছি নবাবের কাছে গিয়ে সে সব কথা গুনো বলে না— দোহাই আল্লা। এমং কম্ম আর কখনও করবে না

আমি বুঝতে পেরেছ তো ? রস্ত্রীকে কখন কুনজরে দেখতে নেই, কখন কু কথা বল্‌তে নেই

মেসরু তখন বুঝিনি, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—পরস্ত্রী কি। আমি নিজের স্ত্রী কেও কখনও কুনজরে দেখবো না তো পরস্ত্রীকে কুনজরে, এই নাককান মলছি কখনও কারও সঙ্গে কথাও বলবে না—কখন কাকেও চেয়েও দেখব না আমি হাবা—কানা কালা হয়ে পীরের দরগায় খিল এঁটে বসে থাকবো এখন এ যাত্রা ভালয় ভালয় বাঁচলে হয়

আমি না-না সে ভয় তোমার নেই, মেসরু। আজ দালিয়াব সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলে ?

মেসরু ত আর হয়নি—তবে আর বল্‌ছি কি ? নবাবের লোকজন এসে আগেই তাকে ধরে কড়াক্কড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে।

আমি এঁ্যা, সত্যি নাকি কখন ?

জুলিয়া সত্যি মেসরু। তুমি দেখেছ .

মেসরু। ওরে বাপরে। দেখিনি।

আমি তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে

মেসরু হুঁ, পিছমোড়া করে এতক্ষণে বোধ হয় সে কবরে শুয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি কাবার করছে।

আমি দিদি।

জুলিয়া   না, আমিনা   একথা আমার বিশ্বাস হয় না—তাহলে আমরা কারুর মুখে না কারুর মুখে এ খবর নিশ্চয়ই পেতুম

মেসরু   বিশ্বাস কল্লে না,—আচ্ছা, সেইখানে গিয়েই শুনবে—আমি একবার দেখি যদি বলে কয়ে ছাড়ানটা পাই

[মেসরুর প্রস্থান

আমি   না—না এ কখন সম্ভব নয়   নিরীহ নির্দ্দোষী, অতি সরল, শিশুর চেয়ে কোমল হৃদয় দালিয়   তাকে কেন নবাবের লোক ধরে নিয়ে যাবে। এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

জুলিয়া   দালিয়াকে যদি নবাব বেঁধে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে স্থির জানিস আমিনা, আমি আরাকানের রাজ-প্রাসাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে স্বহস্তে হত্যা করবে, একা জুলিয়া তখন কোটী কোটী বীর রমনীর শক্তিলাভ করবে কারো সাধ্য নাই আমার সম্মুখীন হবে

নবাব দূত ও আলনাশার প্রবেশ)

নদূ   বন্দেগী বেগম সাহেবা   বহুৎ বহুৎ তসলিমাৎ। রাজপ্রসাদ হতে দুই শিবিকা উপস্থিত   অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে

জুলিয়া   আমরাও প্রস্তুত   চল এখনই যাচ্ছি   বৃদ্ধ আমাদের বিদায় দাও

আমি   (আলনাশার প্রতি) স্নেহময় প্রতিপালক পিতা আমরা তবে চল্লুম। অনেক উপদ্রব করেছি—অনেক আব্দার

সহ্য করেছ কন্যার অধিক মায়া মমতা প্রদর্শন করেছ আদরে যত্নে লালন পালন করেছ প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনি এ জীবনে কখনও পার্ব্বনা বড় দুঃখ হচ্ছে তিনি চলে গেলে তোমার গৃহ কর্ম্ম কে করবে

আল। কাজ কর্ম্ম জাহান্নমে যাক্ মা আমার আঁধার ঘরের রোশনাই তুই আমার কুঁড়ে ঘর চাঁদনীর আলোতে তুই হাসিয়ে রেখেছিলি—আজ এতকাল পরে সে আলো নিবে যাবে আমি এ অন্ধকারে কেমন করে বেঁচে থাকবো মা। কুক্ষণে মায়া বাড়াতে এসেছিলি,—কুক্ষণে বাবা বলে বুড়োকে স্বর্গে তুলেছিলি এখন যে বুকটা আমার ফেটে যাবার মতন হচ্ছে মা। (ক্রন্দন) হা আল্লা শেষকালে একি বিষম চোট মারলে

আমি কেঁদনা বাবা তোমার চোখে জল দেখলে, নবাবের হুকুম তামিল কর্ত্তে যেতে পার্ব্বনা কি প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি তুমি তো প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝতে পাচ্ছ বাবা। চল দিদি আর বিলম্ব করে কাজ নেই যাবার আগে একবার সব ভাল করে দেখে নিই আমার সেই ছেলে বেলার সুখের আশ্রয়টা সেই সাধের কুঁড়েঘরখানি অশ্রু জলের ভেতর থেকে আর একবার জন্মের মতন ভাল করে দেখেনি আমার সেই নিজের হাতে রোপিত গাছটী সেই সোহাগের লতাবলী একটীবার শেষ দেখা দেখে নিই আহা সেই নীলা নদীর স্বচ্ছ শীতল জল—যেখানে কত খেলা করেছি—সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলে কত সাঁতার দিয়েছি আর এ পোড়া জীবনে তা স্পর্শ কর্ত্তে পারবো না।

জুলিয়া চিন্তা কি ভগ্নি! এ জীবনে সুখ সাধ অসম্পূর্ণ রেখে চল্লুম—খোদার কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি পরজন্মে যেন প্রাণের সাধ মিটিয়ে এ সরল সুখ শান্তি উপভোগ কর্ত্তে পারি

আল। ঠিক বলেছিস মা। আমিও আল্লার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন জন্ম জন্ম তোদের মত মেয়ে কোলে নিতে পারি

আমি বৃদ্ধ যদি কখন দালিয়াকে দেখতে পাও—বোধ হয় আর পাবে না, যদি সে কখন আর ভুলেও এখানে আসে তাকে এই আংটীটা দিও বলো, তিনি যাবার সময় তোমাকে যত্ন করে এইটী দিয়ে গেছে বলে এইটি যেন হাতে পোরে অভাগিনী, তিন্নিকে মাঝে মাঝে মনে করে আমি তবে?—

আল। হা আল্লা! চলুন মিয়া সাহেব আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে আছি

(ধীবর কন্যাগণের প্রবেশ)

১ম ধী ক। তিন্নি বহিন! আমাদের ছেড়ে চল্লি, আর তোদের সঙ্গে কখন দেখা হবে না

ঐ দ্বী আমরা তোকে না দেখে কেমন করে থাকবো ভাই? তোরা যে দুজনে আমাদের প্রাণ হয়েছিলি

তৃতীয় তুই চলে গেলে আমাদের গাঁ অন্ধকার হয়ে যাবে দিদি।

আমি বহিন! কি করবো খোদার মর্জ্জি, স্ত্রী জন্ম ধারণ করেছি, কেবল পরাধীনা হয়ে পরের হুকুম তালিম কর্ত্তে।

ভাই কে সাধ করে জীবনের এমন সুখ শান্তি এমন শৈশব সঙ্গিনীদের পরিত্যাগ করে যেতে চায় ?

জুলিয়া সখী আমরা মরে যাচ্ছি মৃত্যু আমাদের আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে—মৃত্যুর কবল থেকে কেউ কি কখন কাকেও ফেরাতে পেরেছে দিদি ?

১ম ধীক না না তোমরা নবাবের বেগম হবে—তোমাদের এত রূপ, এত গুণ কি এই জেলের কুঁড়ে ঘরে শোভা পায় বহিন ? আমাদের খুব বরাৎ যে বেগমের সঙ্গে আমরা এতদু কাল খেলা ধুলো করিছি—কত আমোদ করেছি তিন্নি দিদি বেগম হয়ে আর কি আমাদের মনে করবি ?

আমি তবে কি বল্‌বো - কেমন কোরে তোদের প্রাণের জ্বালা মুখে প্রকাশ করে জানাব ? আমরা যদি সুখের আশায় যেতুম তাহলে তোদের কি ছেড়ে যেতুম ? শৈশব সহচরী সহোদরার অধিক তোরা চিরদিন আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখি তোরা তোদের ভুলে কি আমরা সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্ত্তে পারবো ? কিন্তু, কি কর্ব্ব, কোন প্রাণে তোদের মরণের সঙ্গিনী করে নিয়ে যাই সখী ?

১ ধী বালাই বালাই খোদা তোদের ভাল করুণ

গীত

ওলো ভালবাসা বড় দায়
ভাল বলে ভাল বেসে, শেষে দেখি প্রাণ যায়
সোহাগে আদরে যতন করে, রেখেছিনু তোরে বুকে ধরে,
প্রাণে মেরে ছুরি, কেটে মায়া ডুরি,
সাধের পাখি উড়ে যাবি কোথায়

কবে গলাগলি—কোলাকুলি, বলেছিলি কত মিঠি বুলি,
হেসে মৃদু হাসি, গলে দিয়ে ফাঁসি,
প্রেম ফাঁদে বাঁধিয়ে সবায়
নয়ন আসারে, ভাসায়ে সবারে,
কোন প্রাণে তুই নিবি বিদায়।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান

রঙ্গিলা।

গীত

রঙ্গিলা সাধ নাই সেধে এসেছে, বাঁধি নাই বাঁধা পড়েছে।
পাগল সাজিয়ে আপনি মজিয়ে আমারেও বেঁধেছে।
অজানা অচেনা কোথা হতে এসে,
হেসে হেসে পুনঃ আখিনীরে ভেসে,
যা ছিল আমার হৃদয়ের সার, চুরি করে লুটে নিয়েছে।
কাছে কাছে থাকে একিয়ে বালাই,
দূরে যদি রয় প্রাণে ব্যাথা পাই,
চাহিনা চাহিনা কত করি মানা তবু সে সকলি দিয়েছে।

বেগম ছুটো তো এসে পড়লো বলে—আমি এখন কি করি? আর একটু রাস টেনে রাখবো? উঁহু আর নয় খুব হয়েছে— বেচারির কশ বেয়ে রক্ত ভেসে যাচ্ছে—আমারও হাত টন্ টন্

করছে—এইবার একটু নোল দিই, কি বল ? অনেক কচ্লান হয়েছে—এইবার লেবু তেঁত হয়ে যাবে আর কাজ নেই হুঁ-হুঁ পুরুষ ! প্রেম করে আমাদের সঙ্গে চালাকি, মেয়ে মানুষ যেমনি হ'ক না—পুরুষের চেয়ে তার কত বেশী কদর পুরুষ তো কেবল দমে ভারি গতরে ওজন বেশী, মেয়ে মানুষ ফুলের জাত দেখতে সুন্দর, ছুঁতে কোমল, গন্ধে পাগল করা কত তোয়াজের জিনিষ যদি বল শিমুল ফুল—পুরুষের ভিতর তেমনি বাবলা গাছওতো আছে গা হলুম বা শিমুল ফুল ? শিমুল ফুল তবু ফুল তো বটে ? টকটকে রং তুলতুলে নরম —মেয়ে মানুষের কাছে পুরুষের বড়াই—মেয়ে মানুষ পুরুষকে সাধবে—খোসামদ করবে পায়ে ধরবে পোড়া কপাল ! নবাব বলেছেন আজ আমাদের মিট্মাট্ করে দেবেন ; কাজ নেই, সে বড় কেলেঙ্কারী ! ঐ যে মিন্সে একাই আসছে—সুবিধে বুঝি আপোশে নিজেরাই মিটিয়ে নিয়ে বেগমদের খাতির কর্ত্তে যাই

(তাহেরের দূরে প্রবেশ)

তাহের। (স্বগত) আবার বকেয়া ঢং ধরেছে—খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ বটে বাবা যা হোক নবাব গেলো কোথায় ? এই বেড়ে সুবিধে—এই সময় মকর্দ্দমাট রুজু করে দিলেই বেশ হ'ত না ?

রজি (স্বঃ) ঐখানে দাঁড়ায়ে রইলো যে বোধ হয় ভরসা কচ্ছে না (প্রকাশ্যে) কে দাঁড়িয়ে হা ?

তাহে (জানু পাতিয়া) আজ্ঞে জনাব আপনার জুতিবরদার গোলাম তাহের খাঁ চিন্তে পাচ্ছেন না ?

ফেলে রেখে হয় তো ঐ দশা।

একটু মেজে ঘসে নাও দো

হচ্ছে,—একেবারে মজগুল হয়ে ঽ

তারঙ্গি বটে নিজেব

কি বিনা বশ খান বেয়

তাহে কাজেই, একটা ব্যবস্থা ও

শেল কুকুরে শেষ টেনে নিয়ে,পেটে পুরবে

বঙ্গি। তার জন্যে ভাবনা কি? আমায় বল্‌লে না কেন? আমি কখিন বইবাব লোক ঠিক করে দিতুম

তাহে যে আজ্ঞে, আপনি যে এতটা সদয় হবেন তা জানতুম না তা সে পরের কথা; এখন জিজ্ঞাসা করি কেমন আছেন—বেশ ভাল আছেন তো?

বঙ্গি হ্যাঁ, দিব্বি খোস্ মেজাজে আছি

তাহে খানা পিনা বেশ রুচ্ছে?

বঙ্গি হ্যাঁ আজকাল কিছু বেড়ে গেছে

তাহে তা গতরে মালুম পাচ্ছি বটে তা ভাল—ভাল গতর বাড়লেই ভাল মেয়ে মানুষকে বড় চটু করে শুকুতে দেখিনি—শতকরা ৯৮ জন কেমন গোলটী গালটী হচ্ছে। ঘাড়ে লম্বে বাড়ছে কাল দেখলুম ছয় সাত বছরের পুঁটকে ঝুঁড়িটে নাকে পোঁটা, বড়ির মতন খোঁপা—ক্ষ্যালবেলে প্যাঁকাটীর মত হওযায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, ওমা! বছর কতক বাদে দেখি এই এতখানি জাব্বা জোব্বা গেবামভাবী মোটা সোটা—হাল্‌দা চিংড়ির মুড়ো একেবারে ঘিয়ে ভরা হয়ে উঠেছে—আর, পাড়া পুকুরগুলোর কি ঠিক উল্টা গা? কেবল কাঠ—কেউ

করছে—এইবার একটু নোল দিই, কি বল ? অনেক কচলান হয়েছে এইবার নেবু তেঁত হবে যাবে আর কাজ নেই হুঁ-হুঁ পুরুষ ! প্রেম করে আমাদের সঙ্গে চালাকি, মেয়ে মানুষ যেমনি হ'ক না—পুরুষের চেয়ে [illegible] দরে পুরুষ তো কেবল মনে ভাবি [illegible] ম ফুলের জাত দেখতে সুন্দর বটে এখন খোঁয়ারী কাটাবার ব্যকরা ! কত [illegible] কেবল তুমি একটু নেকনজর কল্লেই দু পাত্র [illegible] টেনে নিয়ে কলিজাটা ঠাণ্ডা করি

রঙ্গি কি চাও কি ? শুনি

তাহে ছটাকখানেক অধর সুধা

রঙ্গি অমনি নাকি ?

তাহে না নগত প্রাণটা পায়ের জুতোর তলায় ধরে দিচ্ছি ।

রঙ্গি কই দাও —আগে দেখি কি দরের, তবে বিবেচনা কর্ব্ব ।

তাহে দিই ঐ—যা—সেও আর নেই

রঙ্গি কেন, কি হ'ল ?

তাহে সেও অনেক দিন আগে তোমায় দিয়েছি ।

রঙ্গি কই, আমায় তো বলে দাওনি !

তাহে কি জানি নেবে কি না—তাই ছুড়ে দিয়েছিলুম,—দিব্বি গেলে বল, পেয়েছ কি না ?

রঙ্গি আবে, সেটাত অতি পচা ধদ্ধা তাতে সার আছে কি ?

তাহে । আ, সর্ব্বনাশ ! মাইরি বল্‌ছি—অযত্ন করে ফাঁকায়

ফেলে রেখে হয় তো ঐ দশা।

একটু মজে ধসে নাও দে

হচ্ছে, একেবারে মজগুল হয়ে ই

রঙ্গি সত্যি নাকি ?

তাহে আল্লার কসম—কোন বেং।

রঙ্গি আবার বাগে পেলে আর কাকেও ত দেবার জন্যে আমার কাছে থেকে ফিরিয়ে নেবে নাত ?

তাহে আরে ছো—এক মুরগী কবাব জবাই হয় বিবি ?

রঙ্গি। তোমরা জোচ্চোর ঠক্, জালিয়াৎ, অধর্ম্মে তোমরা সব পার

তাহে। তা পারি ; কিন্তু আমি তা পারবো না—প্রাণ থাকতে করবো না।

রঙ্গি তার প্রমাণ ?

তাহে এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি—এই তরুলতা, আকাশ, চাঁদ, তারার মালা সাক্ষি রেখে বলছি, নিজের ইহকাল পরকালের শপথ, আল্লার মেহেরবাণীর শপথ করে বলছি এ জীবনে তোমা ভিন্ন কখনো—কারু দিকে ফিরে চাইবো না কোন স্ত্রীলোকের কথা মনেও ভাববো না।

রঙ্গি ওঠো তাহের। তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব—আমি অনেক দিন হতে তোমার হয়ে আছি।

তাহে ব্যাস, তবে গোল মিটলো ?

রঙ্গি হ্যাঁ সব মিটলো

মরণে

গীত।

করছে—এইবার একটু দোল দিই, কি বা

হয়েছে—এইবার নেবু তেঁত হয়ে ... ঐ রাগের খাঁটির পর

হুঁ হুঁ পুরুষ! প্রেম করে আমাদের তা, হ'ল হিসেব নিকেশ পরস্পর

যেমনি হ'ক না। পুরুষের চেয়ে ...র মাথায় চলতে দেব না

তো কেবল দমে ভারি— ঘুচলে নেশা টান যাবে জানা

জাত ... আমি) তেমনি কি বেইমান,

... পুরুষ জাতের ধারাই যে এই, তুমি করবে কি তা জান?

উভয়ে তবে ছাড়াছাড়ী হয় না প্রেমে জানে যে প্রেমের কদর

(নেপথ্যে নহবৎধ্বনী)

তাহে চল, নবাব কোথায় দেখিগে ঐ বুঝি বেগমরা আসছেন

(আমিনা, জুলীখা ও বাঁদিগণের প্রবেশ)

গীত

বাঁদী সুখে তোমার গরব কি চাঁদ দেখ এ চাঁদ বদন পানে
তোমার মতন কতশত লুটিয়ে আছে চোখের কোণে॥
সোণার বরণ হেরে চাঁপা, বিবাগ ভরে পাতা চাপা,
মধুর স্বরে পালায় দূরে কোকিল বঁধু হার মেনে
চকোরী হেসে হেসে, অধরসুধা পেবার আশে,
উধাও হয়ে ছুটে আসে, চেয়ে থাকে আকুল প্রাণে

আমি সকলেই উৎসবে আমোদে উন্মত্ত, আমাদের মুখে হাসি নেই। চখে অশ্রু চিহ্ন নেই—দিদি! আমি যেন কি হয়ে গেছি